জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

কেউ কথা রাখেনি

গত বছর উত্তর দিনাজপুরের চোপরায় বিএসএফের তৈরি ড্রেনে পড়ে গিয়ে ৪ শিশুর মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদের পরিবারকে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেন রাজ্যপাল। কিন্তু হয়নি। রাজভবনে এলে দেখাও করলেন না বোস

ঘূর্ণিঝড় 'দিতওয়াহ'

নতুন ঘূর্ণিঝড় তৈরির আশঙ্কা। শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের কাছাকাছি উৎপত্তি হওয়া গভীর নিম্নচাপটি উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে। এর সম্ভাব্য নাম হবে 'দিতওয়াহ'

দু'দিনে ২ বিএলও আত্মঘাতী, ১ জন হৃদরোগে আক্রান্ত, দায়ী এসআইআর

বারাসত হাসপাতাল জানাল ইঁদুরে খেয়েছিল যুবকের চোখ

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৮৩ ● ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ ● ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 183 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 28 NOVEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

'সার' : বিএলও-ভোটারদের মৃত্যু

প্রতিবাদে আজ কমিশনে তৃণমূল

প্রতিবেদন : দলীয় নির্দেশমতোই আজ, শুক্রবার সকাল ১১টায় দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে যাবে ১০ সদস্যের তৃণমূল সংসদীয় প্রতিনিধি দল। বাংলায় এসআইআর সংক্রান্ত পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হবে। দলীয় সূত্রে দাবি, উল্লেখ করা হবে বিএলওদের আত্মহননের ঘটনাগুলিও। কৈফিয়ত চাওয়া হবে কমিশনের কাছে। এত মানুষের মৃত্যু, এত অসুস্থ, বিএলও কিংবা সাধারণ মানুষ— এসআইআরের জন্য মরছে বাংলারই মানুষ। এর দায় কে নেবে? উত্তর চাওয়া হবে নির্বাচন কমিশনের কাছে। এক্ষেত্রে যদি ১০ সদস্যের সংসদীয় প্রতিনিধি দলকে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহলে কী হবে? তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, আমরা আগেই জানিয়েছি, ললিপপ খাওয়ার জন্য আমরা নিশ্চয়ই কমিশনে যাব না। আমাদের সকলকেই ঢুকতে দিতে হবে। ৫ জন যাবে আর বাকিরা যাবে না। এসব আমরা মানব না।

দিন কয়েক আগে ভার্চুয়াল বৈঠকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, বিজেপি এবং কমিশনের মিলিজুলি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে লড়াই করবে তৃণমূল কংগ্রেস। এই যুদ্ধে কাউকে ছাড় নয়।

কোর্টের রায় মেনে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ

দেশে বিরল এসএসসির নিরপেক্ষতা

প্রতিবেদন : পশ্চিমবঙ্গের স্কুল সার্ভিস কমিশন যেভাবে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করে সেইরকম আর কোনও রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশন করে না। বৃহস্পতিবার সাফ জানিয়ে দিলেন শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এরাজ্যে এসএসসি যেভাবে কার্বন কপি প্রকাশ করছে, উত্তরপত্র প্রকাশ করছে, পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রে ভুল থাকলে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ দিচ্ছে তেমনভাবে আর কোনও রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশন কাজ করে না। তাই এসএসসির কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলা অহেতুক বলেই মনে করেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আদালতের নিয়ম মেনেই নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষা সম্পন্ন করে ফলাফল প্রকাশ করেছে এসএসসি। সময়মতো শুরু হয়েছে নথি যাচাই এবং ইন্টারভিউ পর্ব। এই নিয়ে আবার মামলা হয়েছে শীর্ষ আদালতে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এসএসসি-সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা পাঠিয়ে দিয়েছে হাইকোর্টে। এ-প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু জানান, একটা বিতর্কে

কেন্দ্র ডাল-ভাতের টাকাই তো দেয় না!

একাধিক পর্যবেক্ষণ হতে পারে কিন্তু রায়ে সেরকম কোনও উল্লেখ নেই। বিচারক বা কোর্ট আলাদা হলে আইন বদলে যেতে পারে না। দীর্ঘদিন ধরে চাকরি আটকে রেখেছেন বিরোধীরা, আবার নতুন নিয়োগ করতে গেলে সেখানেও সমস্যা পাকাচ্ছেন তাঁরা। বিধানসভা নির্বাচনের আগে (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ভাষা

ভাষা প্রসারিয়া
দিকদিগন্তরে
সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি
গুঞ্জরিছে গান
ভাষার কদরে।
অঙ্কুরিছে বেলা
সর্বত্র সংহতি
ভাষা আদরে।
স্বর্ণক্ষেত্রে পরে।
ভাষার হাস্যলেশ
বনছায়ার বনতল
নিজভাষা
স্বর্গীয় বাসা,
ভাষার আঁচল
অলঙ্কারে সাজি
ভাষা ধরণী
সর্বত্র প্রিয় আজি।

চাপড়া বিধানসভা এলাকায় এসআইআরের প্রতিবাদে সভা। বক্তা পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

বৃহস্পতিবার হুগলি-শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার একাধিক বিধানসভার ওয়ার রুম পরিদর্শন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

গঙ্গাসাগর মেলা : একাধিক নির্দেশিকা দিলেন মুখ্যসচিব

প্রতিবেদন : গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি ঘিরে নবান্নে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, মেলা শুরুর অন্তত একমাস আগে সম্পূর্ণ ড্রেজিং প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। প্রশাসনকে দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক, পঞ্চায়েত দফতর, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরের সচিবরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এবার মহাকুম্ভ নেই, ফলে গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেকটাই বেশি হবে বলে ধরে নিয়েছে প্রশাসন। সেই কারণেই রাজ্য সরকার আগেভাগে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছে। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, পানীয় জলের পর্যাপ্ততা, বিদ্যুৎ পরিষেবা, অস্থায়ী থাকার জায়গা, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে। নবান্ন সূত্রে খবর, প্রতিবারের মতো এবছরও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেলার প্রাক-প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে যাবেন। তার আগে সব কাজ সম্পূর্ণ রাখতে বলেছেন মুখ্যসচিব। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে— ১. পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করবে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর। ২. অস্থায়ী থাকার জায়গা গড়ে তোলার আগে নিশ্চিত করতে হবে অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা। ৩. থাকবে ওয়াটার অ্যাম্বুল্যান্স। ৪. থাকবে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থাও। ৫. চিকিৎসা পরিষেবায় ঘাটতি এড়াতে নিকটবর্তী হাসপাতালে অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং মেলা এলাকায় অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র বসাতে হবে। ৬. লট এইট ছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। ৭. কপিল মুনির আশ্রমমুখী ভিড় সামলাতে পর্যাপ্ত বাস পরিষেবা রাখা হবে।

এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুমিছিল চলছেই

ক্ষুদিরামের জন্মভিটে মোহবনি গ্রামে বৃদ্ধের অকাল পরিণতি

প্রতিবেদন : অপরিকল্পিত এসআইআরের জেরে প্রাণ হারিয়েছেন অসংখ্য মানুষ। অসুস্থও হয়ে পড়ছেন অনেকে। সাধারণ মানুষ থেকে বিএলও— ছাড় নেই কারও। বৃহস্পতিবারও কলকাতার রাসবিহারীতে প্রবল কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েন বিএলও প্রদীপ ভুক্তার। হাসপাতালে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ঘণ্টাখানেক পর্যবেক্ষণে রাখার পর সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আবার এদিনই এসআইআর-আতঙ্কে পশ্চিম মেদিনীপুরে মারা গিয়েছেন শ্যামল বসু নামের ৬৮ বছরের এক বৃদ্ধ। তিনি ক্ষুদিরামের জন্মভিটা মেদিনীপুরের কেশপুরের মোহবনি গ্রামের আদি বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে খবর, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় বেশ কয়েকদিন ধরেই ব্যাপক দুশ্চিন্তায় ছিলেন ওই বৃদ্ধ। অন্যদিকে, অত্যধিক কাজের চাপ ও হতাশায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছেন বাঁকুড়া বড়জোড়ার বিএলও কমলকুমার বিশ্বাস। আবার বুধবার (এরপর ১২ পাতায়)

মৃত শ্যামল বসু।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
28 November, 2025 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৮০ বীরেন্দ্রনাথ সরকার (১৯০১-১৯৮০) এদিন প্রয়াত হন। উদ্যোগপতি থেকে সিনেমার নতুন যৌবনের দূত। বরাবরই সময়ের তুলনায় অনেক এগিয়ে থাকা মানুষ ছিলেন তিনি। শিল্পচেতনা আর সাহিত্যবোধ ছিল প্রখর। স্থিতধী, আত্মবিশ্বাসী, সর্বোপরি স্বাধীনচেতা এই মানুষটি নিজে যা ভাবতেন ঠিক তাই করতেন। গত শতকের বিশের দশকে ইংল্যান্ড থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে যখন দেশে ফিরলেন, তখন বাংলা বা ভারতীয় সিনেমার গোড়ার যুগ। কলকাতা কর্পোরেশনে শুরু করলেন কনট্র্যাক্টরি। কিন্তু তীক্ষ্ণ ব্যবসায়িক বুদ্ধির পাশাপাশি শিল্পীসুলভ মন থাকায় বীরেন্দ্রনাথ চাইছিলেন আমাদের সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে এ দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে। আর তা ফিল্মের মাধ্যমেই। ফলে কর্মক্ষেত্র বদল করে চলে এলেন ছবির জগতে।

তৈরি করলেন নিউ থিয়েটার্স। নিউ থিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠাতা বি এন সরকার— এ ভাবেই মানুষজন চিনত বা জানত তাঁকে। কিন্তু ফিল্মে অর্থ লগ্নি করে নিছক ব্যবসায় মেতে ওঠার মতো মানুষ তিনি ছিলেন না। চমৎকার ভারসাম্যের মন ছিল তাঁর। এক দিকে যেমন বুঝতেন ভাল ছবি করাটাই শেষ কথা, অন্য দিকে এও মানতেন আসল পরীক্ষা সেই ছবির বাণিজ্যিক সাফল্যে। বাংলা-সহ হিন্দি, উর্দু, তামিল, তেলুগু, ইংরেজি... বিভিন্ন ভাষায় প্রায় একশো পঁয়ষট্টিটি ছবি তৈরি হয়েছিল নিউ থিয়েটার্সে। হাতিমার্কা ব্যানারে শেষ ছবি 'বকুল' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫৫ সালে। তার পরে ছবি প্রযোজনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেও সিনেমা সংক্রান্ত গঠনমূলক কাজে কখনও পিছপা হননি বীরেন্দ্রনাথ। ১৯৭২-এ তিনি একই সঙ্গে পান 'পদ্মভূষণ' এবং 'দাদাসাহেব ফালকে'।

১৯৬২ কৃষ্ণচন্দ্র দে (১৮৯৩-১৯৬২) এদিন সুরলোকে গমন করেন— একেবারে তাঁর গাওয়া গানের বাণী অক্ষরে অক্ষরে মেনে। তিনিই তো গেয়েছিলেন, 'ভবের খেয়া এবার বাওয়া হইল আমার শেষ; এবার তরী ভাসিয়ে দিলাম পরপারের দেশ।।' কৃষ্ণচন্দ্র বাংলা সংগীতের একজন আদি ও প্রবাদপুরুষ, কিংবদন্তির কণ্ঠশিল্পী, সিনেমা ও থিয়েটার অভিনেতা, থিয়েটার প্রযোজক ও সংগীত পরিচালক। তিনি ছিলেন অপর কিংবদন্তি, শচীন দেব বর্মণের প্রথম সংগীত শিক্ষক। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হলেন সুবিখ্যাত

কণ্ঠশিল্পী, মান্না দে। ১৩ বছর বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারান বলে, তিনি 'অন্ধ গায়ক' নামেও সমধিক পরিচিত। ১৯৩২-এ নির্মিত 'চণ্ডীদাস' সিনেমার মাধ্যমেই কৃষ্ণচন্দ্রের সিনেমা অভিযান শুরু হয়— চণ্ডীদাসে তিনি নামভূমিকায় অভিনয় ও কণ্ঠদান, এই দুইই সাফল্যের সঙ্গে করেন। এই সাফল্য থেকেই একজন এনটারটেইনার হিসাবে তাঁর প্রকৃত বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার শুরু হয়। পরবর্তী দশক জুড়ে তিনি অভিনেতা, গায়ক, সংগীত পরিচালক হিসাবে সাফল্যের পর সাফল্যের মুকুট পরতে থাকেন। ১৯৫৭ সালে 'একতারা' সিনেমায় অতিথি শিল্পী হিসাবে জীবনের শেষবারের মতো পর্দায় আবির্ভূত হন।

১৮২০ ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) এদিন প্রুশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। সমাজবিজ্ঞানী, লেখক, রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং মার্কসের সঙ্গে মার্কসবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। হাইস্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই এঙ্গেলসের মনে স্বৈরতান্ত্রিক রাজশাসন ও আমলাতন্ত্রের নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মেছিল। দর্শনগত অধ্যয়ন তাঁর রাজতন্ত্রবিরোধিতাকে আরও গভীরতা দান করে। ওই সময় জার্মানিতে দর্শনচর্চার জগতে হেগেলের চিন্তার প্রভাব ছিল প্রবল। এঙ্গেলস ওই হেগেলরই অনুগামী হলেন। মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম দেখান যে, প্রচলিত বর্তমান অর্থনৈতিক

ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই শ্রমিক শ্রেণি ও তাদের দাবিদাওয়াগুলির জন্ম হয়েছে, এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই অনিবার্যভাবে বুর্জোয়া শ্রেণির জন্ম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণিরও জন্ম দেয় ও তাকে শিল্পভিত্তিতে একত্রিত করে দেয়। তাঁরা দেখান যে, কিছু মহৎ হৃদয় মানুষের শুভ কর্মপ্রচেষ্টা মানবসমাজকে বর্তমান শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে না— সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণির শ্রেণিসংগ্রামই একমাত্র এই মুক্তি সুনিশ্চিত করতে পারে।

১৯৩২ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ওরফে দানী বাবু (১৮৬৮-১৯৩২) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাবা বাংলার নাট্যজগতের কিংবদন্তি নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ আর মা প্রমদাসুন্দরী দেবী। পড়াশোনা তেমন করেননি। তবে ছবি আঁকায় তাঁর আগ্রহ দেখে গিরিশচন্দ্র আর্ট স্কুলে ভরতি করান। কিন্তু সে-সব ছেড়ে ব্লাকউডের অফিসে শিক্ষানবিশিতে প্রবেশ করেন আর অপেশাদার নাট্যদলে অভিনয় করতে থাকেন এবং খ্যাতিও অর্জন করেন। হঠাৎ তিনি এক তরুণী বিধবাকে বিবাহ করেন। শেষে অর্থাভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা শুরু করেন। সে সময়ের বিখ্যাত অভিনেতা অমৃত মিত্র তাঁকে স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে অভিনয় শিক্ষা দিতে শুরু করেন। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র 'চণ্ড' নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছিলেন। ড্রেস রিহার্সালের সময় অমৃত মিত্র সুরেন্দ্রনাথকে রঘুনাথের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের সামনে উপস্থিত করান। সেই থেকেই সুরেন্দ্রনাথের খ্যাতি শুরু।

১৭৫৭ উইলিয়াম ব্লেক

(১৭৫৭-১৮২৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। জীবদ্দশায় যশলাভে বঞ্চিত ছিলেন এই কবি ও চিত্রশিল্পী। তাঁর অমর কাব্যকীর্তির মধ্যে আছে 'সংস অফ ইনোসেন্স অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স', 'জেরুজালেম', 'মিল্টন' ইত্যাদি।

২৭ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৬৩০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৬৯৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২০৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৬৪৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৬৪৪০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৭২	৮৭.৪০
ইউরো	১০৪.২০	১০২.৪১
পাউন্ড	১১৮.৭৯	১১৬.৯৩

নজরকাড়া ইনস্টা

অঙ্কুশ

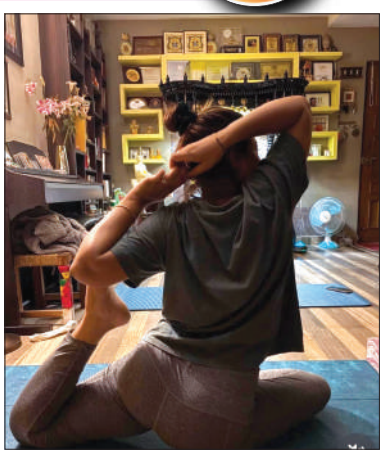

ইমন চক্রবর্তী

কর্মসূচি

মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস চাঁপদানি বিধানসভার ওয়াররুম পরিদর্শনে এলেন সঙ্গে ছিলেন জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক অসীমা পাত্র, জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, পুরপ্রধান পিন্টু মাহাত, পুর পারিষদ সুবীর ঘোষ-সহ সকল জেলা ও শহরের নেতারা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৬৯

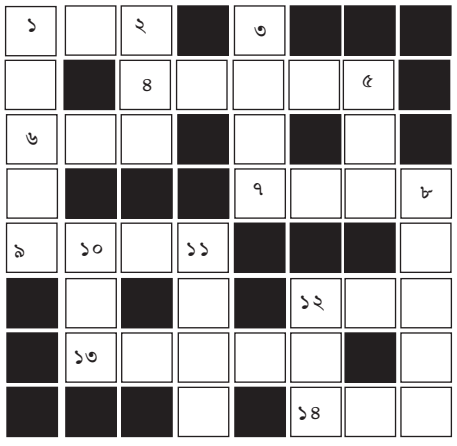

পাশাপাশি : ১. চপল, অস্থির ৪. সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় ৬. প্রতিবিধান ৭. প্রধান বিষয় ৯. তত্ত্ব ১২. স্ফুলিঙ্গ, আগুনের কণা ১৩. কাজের ফলভোগ ১৪. রাঙা, লাল।

উপর-নিচ : ১. মনের বিমূঢ়তা, বুদ্ধিভ্রংশ ২. উজ্জ্বল ৩. মনুষ্যভিন্ন জীব ৫. অপবিত্র, অশুচি ৮. অপরাহ্ন ১০. লঙ্ঘন, ত্যাগ ১১. কিছু সংখ্যক ১২. ছিদ্র, রন্ধ্র।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৬৮ : পাশাপাশি : ১. ইন্দুলেখা ৩. বহুধা ৫. রিল ৭. নন্দনা ৮. মওত ১০. আনতি ১২. রমেশ ১৪. দিক ১৭. সোসর ১৮. ব্যর্থকাম। **উপর-নিচ :** ১. ইন্দ্রারি ২. খাওন ৩. বদনাম ৪. ধান্দা ৬. লভন ৯. ওস্তাদি ১১. তিরস্কার ১৩. শরব্য ১৫. কলম ১৬. ঘুসো।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্যের ওয়াকফ সম্পত্তির তথ্য সেন্ট্রাল পোর্টালে আপলোড করতে জেলাশাসকদের চিঠি দিলেন সংখ্যালঘু বিষয়ক দফতরের সচিব পিবি সালিম। ৫ ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে উম্মিদ পোর্টালে জেলাওয়ারি তথ্য আপলোড করতে হবে

আমারশহর

28 November, 2025 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৮ নভেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

মিড-ডে মিল নিয়ে তোপ দাগলেন ব্রাত্য

কেন্দ্র ডাল-ভাতের টাকাই তো দেয় না!

প্রতিবেদন : পুষ্টি আজ বহুমূল্য। যেখানে ডিমের জন্য সরকারি বরাদ্দ মাত্র সাড়ে ৬ টাকা, সেখানে খুচরো বাজারে ডিমের দাম আট টাকা। এরপর এই চিন্তা বাড়ছে মিড-ডে মিলে পুষ্টি নিয়ে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্র তার বরাদ্দ টাকা দেয় না তার ওপর এই মূল্যবৃদ্ধি! সব মিলিয়ে কোপ শিশুদের পুষ্টিতে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু কটাক্ষ করে বলেন, নিরামিষ ভাতের টাকাই দেয় না কেন্দ্র, সেখানে তারা ডিমের বাড়তি টাকা দেবে এমনটা ভাবা বিলাসিতা। কেন্দ্র আগে ডাল-ভাতের টাকা দিক তারপর তো ডিমের টাকা দেবে। মুখ্যমন্ত্রী নিজের কোষাগার থেকে মিড-ডে মিলের টাকা দিচ্ছেন। আমার মনে হয় না ওরা ডিমের টাকা দেবে কারণ ওরা গোটা দেশকে নিরামিষ খাওয়াতে চাইছে। এদিকে, ডিমের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ডিম দিয়ে খাবার জোগানো ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। ফলে বরাদ্দ বৃদ্ধি নিয়ে সরব হয়েছেন শিক্ষক থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা।

■ রাজ্য চারুকলা পর্ষদের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ চারুকলা উৎসবের সূচনায় মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, শিল্পী শুভাপ্রসন্ন, অতীন বসাক-সহ বিশিষ্টরা। বৃহস্পতিবার রবীন্দ্রসদন চত্বরের একতারা মুক্তমঞ্চে। — শুভেন্দু চৌধুরী

■ দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস ও দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের আয়োজনে সংহতি দিবসের প্রস্তুতিসভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মালা রায়, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপরঞ্জন বক্সি, সৌরভ বসু, সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাব্বির আলি-সহ নেতৃবৃন্দ।

কথা রাখেননি রাজ্যপাল, চিঠি দিয়ে ফিরল পরিবার

প্রতিবেদন : কথা দিয়ে কথা রাখেননি, দেখাও করলেন না রাজ্যপাল! অবশেষে বৃহস্পতিবার চিঠি দিয়ে ফিরে যেতে হল উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার চেতনাগছের মৃত চার শিশুর পরিবারের সদস্যদের। রাজ্যপালকে লেখা চিঠিতে তাঁরা লিখেছেন, ২০২৪ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি যে কথা আপনি দিয়েছিলেন, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সেগুলি পূরণ হয়নি। এ বিষয়ে আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। চিঠি দিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় শোকার্ত ওই সদস্যরা করে গেলেন কতগুলি প্রশ্ন। রাজভবনের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ধরা গলায় সন্তানহারা ওই পরিবারের সদস্যরা প্রশ্ন তুললেন, কবে তাঁরা বিচার পাবেন, কবে হবে প্রতিশ্রুতিপূরণ? শুধু তাই নয়, প্রশ্নের পরই তাঁরা বললেন, এই প্রশ্নের উত্তরও আসবে না। হয়তো চিঠি দেখা হবে না। এর পরই দুর্ঘটনার দিনের কথা বলতে গিয়ে গলা বুজে এল তাঁদের। আবেগ ধরে রাখতে না পেরে শোকার্ত সদস্যদের মধ্যে একজন সামিরুল ইসলাম বলেন, বিএসএফের গাফিলতির জন্য আমাদের সন্তানদের প্রাণ গেল। সীমান্তরক্ষীদের খোঁড়া নিকাশি নালায় মাটি চাপা পড়ে ছটফট করে শেষ হয়ে গেল ফুলের মতো শিশুরা। এখনও তো বিচার পেলাম না আমরা। কেন্দ্রের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। রাজ্যপাল ঘটনার আটদিনের মাথায় এলাকায় গেলেন, অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেন, পাশে থাকার কথা দিলেন— কিন্তু সে-কথাও তো 'কথা'ই থেকে গেল। এভাবেই একরাশ হতাশা উগরে দিলেন তাঁরা।

পুজোর ছুটি কমে ১২ দিন

প্রতিবেদন : রবিবারের গেরোয় আগামী বছরে কমছে ছুটি। ২০২৫ সালে যেখানে সরকারি কর্মীরা দুর্গাপুজোয় পেয়েছিলেন টানা ১৪ দিনের ছুটি, ২০২৬-এ সেই ছুটি কমে হচ্ছে ১২ দিন। বৃহস্পতিবার

অর্থ দফতর সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন বছরের ছুটির তালিকা প্রকাশ করেছে।

প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, আগামী বছরে পুজোর ছুটি শুরু হবে চতুর্থীর দিন, ১৫ অক্টোবর থেকে। লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত টানা ছুটি মিলবে। এর মধ্যে ২২, ২৩ ও ২৪ অক্টোবর অতিরিক্ত ছুটি দেওয়া হয়েছে। তবে এ বছর যে টানা দীর্ঘ ছুটি মিলেছিল, তা আর থাকছে না।

এই ছাড়াও কালীপুজো থেকে ভাইফোঁটার ছুটিও কমছে। ২০২৬ সালে কালীপুজো-ভাইফোঁটা মিলিয়ে সরকারি কর্মীরা পাবেন টানা ৫ দিনের ছুটি। তবে কালীপুজো পড়েছে রবিবার, তাই কার্যত মিলবে ৪ দিনেরই ছুটি। ৮ নভেম্বর কালীপুজো, আর ছুটি থাকবে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত।

নতুন বছরে আরও কয়েকটি বড় উৎসব পড়েছে রবিবারে— শিবরাত্রি, মহাসপ্তমী, লক্ষ্মীপুজো, ছটপুজো ও বিরসা মুণ্ডার জন্মদিন। ফলে এই উৎসবগুলোর ছুটি থেকে বঞ্চিত হবেন সরকারি কর্মচারীরা। পাশাপাশি ইদ, রবীন্দ্রজয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস ও মহালয়া পড়েছে শনিবার। সেদিন বহু সরকারি দফতর থাকেই বন্ধ, তাই কোনও আলাদা ছুটি মিলছে না। এ ছাড়াও নেতাজি জন্মদিন এবং সরস্বতী পুজো পড়েছে একই দিনে, শুক্রবার। এক ছুটিতেই দুটি উৎসব পড়ায় কর্মীরা আলাদা সুবিধা পাচ্ছেন না। যদিও এরপরের দু'দিন শনি-রবিবার থাকায় টানা ৩ দিনের ছুটি মিলবে। একই সুবিধা মিলবে সাধারণতন্ত্র দিবসেও। ২৬ জানুয়ারি সোমবার পড়ায় তার আগের শনি-রবি মিলিয়ে টানা তিনদিনের ছুটি থাকবে। তবে মে দিবস ও বুদ্ধপূর্ণিমা একই দিনে পড়ায় নষ্ট হয়েছে আর একটি ছুটি। সব মিলিয়ে, আগামী বছরে ছুটির সংখ্যা কমলেও দু'একটি ক্ষেত্রে খুশির বার্তা রয়েছে। ২০২৬ সালে বড়দিন শুক্রবার পড়ায় সরকারি কর্মীরা শুক্র, শনি ও রবিবার মিলিয়ে পাবেন টানা তিনদিনের ছুটি।

রাজ্য পুলিশে রদবদল বদলি হলেন ১০ এসপি

প্রতিবেদন : রাজ্য পুলিশে ফের বড় রদবদল। ওসি, আইসি স্তরের বদলির পর এবার একযোগে দশ জেলার পুলিশ সুপারকে বদল করল নবান্ন। বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র দফতর এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছে। মোট ২১ জন আইপিএস অফিসারের দায়িত্ব বদল করা হয়েছে। ১৯ জন ডব্লুবিপিএস অফিসারকেও নতুন দায়িত্বে আনা হয়েছে।

পুরুলিয়ার নতুন পুলিশ সুপার হলেন বৈভব তিওয়ারি। এর আগে তিনি বাঁকুড়ার এসপি ছিলেন। বাঁকুড়ায় এসপি হয়ে এলেন সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য। তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের এসপি ছিলেন। পুরুলিয়ার সদ্য প্রাক্তন এসপি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন মালদহের নতুন পুলিশ সুপার। মালদহের বর্তমান এসপি প্রদীপকুমার যাদবকে পাঠানো হয়েছে উত্তর দিনাজপুরে এসপি ট্রাফিকের দায়িত্বে। জলপাইগুড়ির নতুন এসপি হলেন ওয়াই রঘুবংশী। আর আলিপুরদুয়ারের নতুন সুপার হলেন খান্দাহল উমেশ গণপত, যিনি এত দিন জলপাইগুড়ির এসপির দায়িত্ব সামলেছেন। ঝাড়গ্রামের এসপি হিসেবে দায়িত্ব নিলেন মানব সিংলা। তিনি বিধাননগর কমিশনারেটের নিউটাউন ডিভিশনের ডিসি ছিলেন। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার নতুন সুপার হলেন সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ। পশ্চিম মেদিনীপুরের নতুন এসপি হলেন পলাশচন্দ্র ঢালি, যিনি এতদিন বারুইপুর পুলিশ জেলার এসপি ছিলেন। বারুইপুরে তাঁর জায়গায় এলেন শুভেন্দ্র কুমার। তিনি এতদিন পূর্ব মেদিনীপুরের অ্যাডিশনাল এসপি (গ্রামীণ) ছিলেন। ঝাড়গ্রামের বর্তমান পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহাকে মেদিনীপুর রেঞ্জের ডিআইজি করা হল। পশ্চিম মেদিনীপুরের এসপি ধৃতিমান সরকারকে এসএসআইবি পদে আনা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দফতর সূত্রে খবর, প্রশাসনিক কাজকর্ম আরও দ্রুত ও কার্যকর করতে এই রদবদল।

■ কলকাতা প্রেস ক্লাবের একটি অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কসবায় প্রেস ক্লাবের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য জমি বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই মোতাবেক ওই জমিতে ক্লাবের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে এই নয়া ক্যাম্পাসের উদ্বোধন হবে। বৃহস্পতিবার কলকাতা শহরের প্রবীণ সাংবাদিকরা ঘুরে দেখলেন দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ। ইতিমধ্যেই প্রথম ও দ্বিতীয় তল তৈরি হয়েছে। বাকি কাজ চলছে। এদিন সবটা ঘুরিয়ে দেখান প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর ও সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক। সঙ্গে ছিলেন ক্লাবের অন্য সদস্যরাও।

■ শ্রীরামপুর হেরিটেজ উৎসব ২০২৫-এর প্রস্তুতি বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা, উত্তম নাগ, সন্তোষকুমার সিং, গৌরমোহন দে, আইসি সুখময় চক্রবর্তী-সহ সমাজের বিশিষ্টরা।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
28 November, 2025 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বকেয়া বঞ্চনা

সংসদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে ঝড় তুলেছে তৃণমূল। বাংলাকে বঞ্চনার প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রের কাছে সরাসরি কৈফিয়ত দাবি করেছে। বাংলাকে বঞ্চনা চলছে বিগত প্রায় চার-পাঁচ বছর ধরে। ১০০ দিনের কাজে বঞ্চনা, আবাস যোজনায় বঞ্চনা, মিড-ডে মিলে বঞ্চনা... তালিকা দীর্ঘ। কিন্তু বৃহস্পতিবার স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বিপর্যয় মোকাবিলা খাতে বাংলাকে কীভাবে বারবার বঞ্চিত করা হয়েছে, তার হিসেব দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ। হিসেব পেশ করে দেখিয়েছেন ২০১৯ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫৪ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। অথচ বিজেপি শাসিত উত্তরাখণ্ড কিংবা ওড়িশায় একটি টাকাও বকেয়া নেই। কেন? কারণ হল রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। ডেরেক দেখান ২০১৯-এ বুলবুল ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতিবাবদ ৬,৫১৮ কোটি টাকা। ২০২০-তে আমফান সুপার সাইক্লোনে বকেয়া ৩২,৭৬৮ কোটি টাকা। ২০২১-এ ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতিবাবদ বকেয়া ৪,২২২ কোটি টাকা। এই বন্যা-ধসে ক্ষয়ক্ষতিবাবদ প্রথমে ১৪০২ কোটি টাকা ও পরে ১২২৮ কোটি টাকার বঞ্চনা। ২০২৩-এ গ্লেসিয়াল লেক ফেটে বন্যার ক্ষয়ক্ষতিতে ১৮১ কোটি টাকা বকেয়া ও ২০২৪-এ ঘূর্ণিঝড় ডানার ক্ষয়ক্ষতিবাবদ ১,৬৮৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়নি। এই বছরেই বন্যা-ভূমিধসে ক্ষয়ক্ষতিবাবদ ৪২৩৩ কোটি টাকা ও ঘূর্ণিঝড় রেমালাতে ক্ষয়ক্ষতিবাবদ ১০৫০ কোটি টাকা বকেয়া। সব মিলিয়ে ৫৩,৬৯৬ কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। প্রতিবাদ হবে। বঞ্চনার বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠবে। পরের বৈঠকে নিশ্চিতভাবে আবারও ঝড় উঠতে চলেছে।

e-mail থেকে চিঠি

‘রানার-হরিণের মতো সবেগে ধায়’

আমাদের দেশে সেই ছেলে হবে কবে,/কথায় বড় না হয়ে কাজে বড় হবে। স্মৃতিময় বর্মন কথায় বড় না হয়ে সত্যিকারের কাজে বড় হয়েছে কবির ভাষায়। পেশায় সে একজন কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলেন্টিয়ার। তার কর্মস্থল বাবুঘাটের কাছে। সে এখানে প্রায় ৬ বছর ধরে একনাগাড়ে ডিউটি করছে। এর আগে অন্য জায়গা থেকে বদলি হয়ে এখানে এসেছে। পথচারীদের কাছে একটি অতি পরিচিত মুখ। স্মৃতিময় সত্যি পথচারী- যাত্রীদের কাছে স্মৃতি হয়ে থাকে। স্মৃতিময় বড় মিষ্টিময় আমাদের মতো নিত্য যাত্রীদের কাছে। তাকে দেখে বোঝা যায় কাজের প্রতি তার স্পৃহা, কর্মদক্ষতা, উৎসাহ, উদ্দীপনা, সদা চঞ্চল, কাজে ব্যস্ত সদা। তৎপরতা, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজের মননশীলতা আমাদের মনে ভীষণ দাগ কাটে। সে কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলেন্টিয়ারদের অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ,আদর্শ উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে। সে সিভিক ভলেন্টিয়ার্সদের মুখ্য বিজ্ঞাপনী মুখ হয়ে উঠতে পারে। একদিকে রাজপথের যানবাহনের সঙ্গে পথচারীদের পায়ে পায়ে হাঁটা, আর একদিকে ইডেন গার্ডেন-স্টেশন থেকে চক্ররেলের যাত্রী, অপরদিকে স্টীমার বোঝাই নিত্য যাত্রী যারা হাওড়া থেকে কলকাতা আসেন বাবুঘাট জেটি ঘাটে নেমে। এই বিপুল চাপের মাঝে স্মৃতিময় স্বপ্নের মতো যাত্রীদের নিরাপদে পারাপারে সদা তৎপর, সেই সঙ্গে যানবাহন পারাপারে দারুণ ভাবেও তৎপর। যত্নশীল হয়ে সদা উদ্বিগ্ন এর প্রহর গোনে। সে যেন সব্যসাচী তার দু'হাত সমান সদা সচল। একহাত দিয়ে যানবাহন থামাছে আর অন্য হাত দিয়ে যাত্রীদের দ্রুত রাস্তা পারাপারের জন্যে ডাকছে 'তাড়াতাড়ি আসুন তাড়াতাড়ি আসুন'। যুদ্ধকালীন তৎপরতার মধ্যে দিয়ে তার দিনের কাজ শুরু এবং সমাপ্ত হয়। স্মৃতিময় কখনও রোদ্দুর হতে চেয়েছিল হয়তো। অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে সে সদা খুশি, সদা সুখী। বাড়িতে অসুস্থ,বৃদ্ধা মা, বৃদ্ধ বাবা, স্ত্রী, ছোটো বছর সাতের একটি মেয়ে আছে— শুনলাম তার মুখ থেকে। সুখ- দুঃখের সীমানা ছাড়িয়ে সে সুখ খুঁজে পায় কাজে, অবসরও খুঁজে পায় কাজে এমনই জীবনীশক্তি। কর্মই ধর্ম, কর্মই জীবন এটাই তার মূলমন্ত্র। 'রানার' হরিণের মতো সবেগে ধায় এমন মূল্যবান জীবন তার। কাজে কোন ছোটো বড় নেই তার কাজের মধ্যে দিয়ে সে প্রমাণ করতে চেয়েছে হয়তো। স্মৃতিময় কর্মে সদা তৃপ্তিময় তার হাস্য মুখ সেই কথা প্রকাশ পায়। সত্যি সিনেমার ট্র্যাজিক হিরোর মতো তার আদর্শ জীবন বটে।

— **সুবল সরদার, মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

মোদি-শাসনে বিপন্ন গণতন্ত্র

শাহ-পরাক্রমে আক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্র

খাঁচাবন্দি করার অপচেষ্টা চলছে ভারতের ঐতিহ্যবাহী গণতন্ত্রকে। এতদিন মানুষ তাঁদের সরকার বেছে নিত। জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অঙ্গুলিহেলনে শুরু হয়েছে ভোটার বেছে নেওয়ার অগণতান্ত্রিক, সংবিধান ধ্বংসকারী পদক্ষেপ। লিখছেন **পার্থসারথি গুহ**

নীরবে নিঃশব্দে সংবিধান দিবস অতিক্রান্ত হল। তার অব্যবহিত পরেই সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে নেতাজির আগুন ঝরানো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জয় হিন্দ ও সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠের বন্দে মাতরম্ স্লোগান নিষিদ্ধ করার ঘোর গেরুয়া ফতোয়া নেমে এল। এই ভূমিকায় আরও বেআব্রু হল দিল্লির দৈত্যদের ব্রিটিশ চাটুরিকতার নগ্ন ইতিহাস।

বলাবাহুল্য, এমন এক অস্থির-বিপন্ন সময়ে যখন কার্যত তিলে তিলে স্লো-পয়জনের মাধ্যমে সংবিধান হত্যা করতে উদ্যত আরএসএস-বিজেপির জমিদাররা। নিজস্ব অ্যাজেন্ডা ও পেয়ারের পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার্থে সংবিধান ও দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বলিকাঠে চড়াতে এদের বুকে বাধছে না। দেশের এক বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বিভেদ-বিদ্বেষের মাধ্যমে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানাতে চরম তোড়জোড় চলছে দেশের নির্বাচন কমিশনের বকলমে।

এসআইআর হল সেই জাঁতাকল যাতে খাঁচাবন্দি করার অপচেষ্টা চলছে ভারতের ঐতিহ্যবাহী গণতন্ত্রকে। এতদিন মানুষ তাঁদের সরকার বেছে নিত। জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অঙ্গুলিহেলনে শুরু হয়েছে ভোটার বেছে নেওয়ার অগণতান্ত্রিক, সংবিধান ধ্বংসকারী পদক্ষেপ।

এক দেশ, এক ভোটের মাধ্যমে কার্যত স্বৈরাচারী শাসনের ব্লু প্রিন্ট অনেক আগেই তৈরি ছিল। বাধ সাধল গত লোকসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতার স্বপ্নের সলিল সমাধি। ৪০০ পারের স্বপ্ন পগারপার হতে গিয়েও কোনওক্রমে ঠেকল ২৪০-এ।

চন্দ্রবাবু নাইডু এবং নীতীশ কুমার নামক দুটি ক্রাচে ভর করে উঠে দাঁড়িয়ে ফের শুরু হল দখলনামার দামামা বাজানো। যার অঙ্গ হিসেবে এসআইআর-য়ের হঠকারী ভাইরাস চাপিয়ে দিয়ে দেশবাসীকে গিনিপিগের মতো 'ফেক-হিন্দুত্ব'র পরীক্ষাগারে নিক্ষেপ করতে চাইছে সংবিধান হত্যাকারী দিল্লির দানবরা। এমতাবস্থায় পাশের বাড়িতে আগুন লেগেছে বলে যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকেন তবে নিমেষে ফ্যাসিবাদের লেলিহান অগ্নিশিখায় জ্বলে পুড়ে ছাই যেতে হবে।

জাতির জনক গান্ধীজি স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণের উৎপাত-উপদ্রবহীন এক সুন্দর উদার আধুনিকমনস্ক সমাজের। সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক পিছিয়ে পড়া মানুষকে যে ভারতে আগলে রাখা হবে পরম মায়ামমতা, স্নেহযত্নে। গান্ধীজির ভাষায় সেই রামরাজ্যের স্বপ্ন অঙ্কুরেই বিনাশ করেছিল আরএসএস-য়ের ঘাতক তথা আজকের ভারতে রাবণরাজ কায়েম করা বিজেপির পূর্বপুরুষ নাথুরাম গডসে। এখনও যে খুনি নাথুরামকে পুজো চড়ায় এই নরাধমরা। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে শয়তান বলে পোস্ট করতে হাত কাঁপে না বকতপত্থী তথা এ রাজ্যের বিজেপি নেতা তথাগত রায়ের। সেই পোস্টের সমর্থনে হিন্দুত্বের মুখোশধারীদের কুৎসিত আস্ফালন প্রমাণ করে ব্রিটিশের পদলেহনকারী

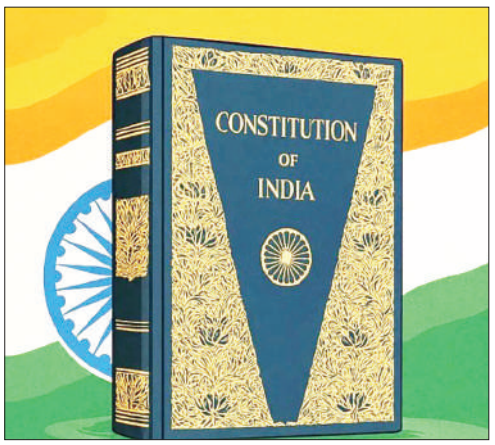

মুচলেকা-ম্যানদের মতো 'পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা'দের হাতে কার্যত আইসিইউ-তে পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় গণতন্ত্র।

গান্ধীজির অধরা স্বপ্ন সাকার করতে স্বাধীন ভারতে অগ্রণী ভূমিকা নেন দেশের সংবিধানের জনক বি আর আম্বেদকর। বস্তুত, তাঁর তুলে ধরা সংবিধান সেই বিশাল অংশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছিল যাঁরা সভ্যতার অতিরঞ্জনে অবহেলিত, নিপীড়িত, সংখ্যালঘু। এই সংখ্যালঘু কিন্তু শুধু ধর্মীয় ভিত্তিতে নয়, আর্থিক-সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা নমঃশূদ্র-সহ দেশের বৃহত্তর অংশ।

বস্তুত, জাতির জনক এবং সংবিধানের জনক সেই ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন যা যুগপুরুষদের বহু আকাঙ্ক্ষিত।

জীবে প্রেম করে যে জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। বীর তপস্বী বিবেকানন্দ তাঁর পরম আরাধ্য গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের দর্শনের মজবুত ভিতের ওপর এই সারসত্য তুলে ধরেছেন।

তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করে মুচি মেথরকে বুকে টেনে নেওয়ার কথাও বলেছেন স্বামীজি। রবিঠাকুর, নজরুল থেকে শরৎচন্দ্র, লালন— সবার লেখা-গানেই উঠে এসেছে সেই পিছিয়ে পড়া, নিপীড়িত প্রান্তিক মানুষের সহজিয়া যাপন ও তাঁদের দুর্দশার নির্মম চিত্র। হজরত মহম্মদ থেকে চৈতন্যদেব যে সমানাধিকার, সাম্যের বাণীর ধারকবাহক।

বস্তুত, ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে লাঞ্ছিত বঞ্চিত শ্রেণির শত্রু কিন্তু কোনও ভিনদেশি নয়। ঘরের শত্রুর হাতে দিনের পর দিন শোষিত হয়েছেন তাঁরা।

মনুসংহিতার নামে যে জাতিদ্বেষ যুগ যুগ ধরে চলেছে তাতে চাপা পড়ে গিয়েছে সমাজের এই অগণিত মানুষের স্বাধিকার, আত্মমর্যাদা। তাঁদের মানুষ বলেই গণ্য করত না তথাকথিত উচ্চবর্ণের মসিহারা। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ভূমিহার লাঠিয়ালদের আধিপত্যে কুঁকড়ে থাকতে হত এই নিম্নবিত্ত মানুষকে। সতীদাহের মতো নারকীয় প্রথাকে খুল্লামখুল্লা সমর্থন করে এসেছে হিন্দুদের প্রতিভূর ভেক ধরা এই নরপিশাচরা। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগররা যখন ধর্মীয় ঢক্কানিনাদের স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তখন কিন্তু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন উইলিয়াম বেন্টিঙ্করা। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও কিংবা অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির মতো উদারচেতা বিদেশি এদেশের সমাজ সংস্কারের শরিক হয়েছেন। এমতাবস্থাতেও দেশের মানুষের ওপর বিষ ছড়ানোর রাজনীতিতে লাগাম পড়েনি।

অথচ এই মুহূর্তে দিল্লির দখলদার বিজেপি-আরএসএস সেই সংবিধানের সম বিধানে চূড়ান্ত অসাম্য ডেকে এনেছে। এদের এক এবং একমাত্র অ্যাজেন্ডা দেশের বড় অংশের মানুষকে তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে দেশ তুলে দেওয়া। জল-স্থল-জমি-জঙ্গল সবের দখল চাই এই হাঙরদের। ফ্যাসিবাদ ও মাফিয়াদের হাতে লুণ্ঠিত দেশের সংবিধান, গণতন্ত্র তথা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে এদের টার্গেটে সেইসব আত্মসম্মান সম্পন্ন মানুষ যাঁরা গোবলয়ের গোয়েবলসদের কাছে নিজেদের ধরা দেয়নি। মতুয়া থেকে রাজবংশী, পিছিয়ে পড়া জনজাতির সার্বিক অংশকে অজগরের মতো গিলে নিতে এনআরসি, সিএএ-য়ের মতো কালা কানুনকে ঢাল করেছে মানবতার শত্রু বিজেপি-আরএসএস।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নিউটাউনে নবদিগন্ত ফ্লাইওভার থেকে নামার পথে নিয়ন্ত্রণহীন স্কুটির ধাক্কা ডিভাইডারে। মৃত এক। জখম আরও এক ভর্তি হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনা

হুগলিতে ওয়ার রুম পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী অরূপ

এক মিলিমিটার জমিও ছাড়ব না

সংবাদদাতা, হুগলি : এক মিলিমিটার জমিও ছাড়ব না। শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার দায়িত্ব পেয়েই বিভিন্ন বিধানসভার ওয়ার রুম পরিদর্শন করে এমনটাই জানালেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এদিন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে ছিলেন সাংসদ রচনা বন্দোপাধ্যায়, বিধায়ক তথা জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁই সহ সমস্ত স্থানীয় বিধায়ক এবং অন্যান্য নেতৃত্ব।

তবে শুধু শ্রীরামপুর নয়, হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের একাধিক ওয়ার রুম পরিদর্শন করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এসআইআর সংক্রান্ত প্রস্তুতি ও কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন হুগলির অবজারভার তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সপ্তগ্রাম, পাণ্ডুয়া, চুঁচুড়া বিধানসভার বিভিন্ন ওয়ার রুম ঘুরে দেখেন তিনি। প্রতিটি কেন্দ্রেই কত শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে তার বিস্তারিত পরিসংখ্যান নেন মন্ত্রী।

চুঁচুড়ায় পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, ধনিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র, চাঁপদানি বিধায়ক অরিন্দম গুঁই-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক ও শীর্ষ নেতৃত্বরা।

■ বৃহস্পতিবার হুগলি-শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার একাধিক বিধানসভার ওয়ার রুম পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সঙ্গে ছিলেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক অরিন্দম গুঁই-সহ স্থানীয় বিধায়ক ও দলীয় নেতৃত্ব।

পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাস্তায় নেমেছে। আমাদের একটাই লক্ষ্য—একজন বৈধ ভোটারও যাতে বাদ না যায়।

তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি এসআইআর নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে।

তিনি সাফ জানান, যদি একটিও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যায়, আমরা জীবন দিয়ে লড়াই করব। আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলেছেন—বৈধ ভোটার বঞ্চিত হলে আগামী দিনে দিল্লিতে বড় আন্দোলন হবে। আমরা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছি, আর নির্বাচন কমিশন বিজেপির কথায় মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। এসআইআর অ্যাপের গোলযোগ প্রসঙ্গে মন্ত্রীর অভিযোগ, গতকাল বিকেল থেকে আজ পর্যন্ত অ্যাপটি ঠিকভাবে কাজ করছে না। এটি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হচ্ছে, যাতে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যায়। ওরা ভাবছে এটা হরিয়ানা বা উত্তরপ্রদেশ—কিন্তু এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা। এক মিলিমিটার জমি আমরা ছাড়ব না।

জল জীবন মিশন নতুন শর্ত কেন্দ্রের

প্রতিবেদন : জল জীবন মিশন প্রকল্পে অর্থ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে নতুন শর্ত বেঁধে দিল কেন্দ্র। রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রক প্রকল্পভিত্তিক অর্থ দেওয়ার বিষয়ে রাজ্যকে সম্মতি জানালেও, তার আগে একাধিক শর্ত মানা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী, জল জীবন মিশনের আওতায় প্রতিটি স্কিমের জন্য আলাদা আইডি নম্বর তৈরি করতে হবে। ওই স্কিম আইডি ছাড়া কোনওভাবেই কেন্দ্রীয় বরাদ্দ মিলবে না। পাশাপাশি প্রতিটি প্রকল্পে 'ফিনান্সিয়াল রিকনসিলিয়েশন'— অর্থাৎ কেন্দ্রের অনুদান ও রাজ্যের ব্যয়ের হিসেব মিলিয়ে দেখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, ব্যয়ের অঙ্কে কোনও অসামঞ্জস্য থাকলে অর্থ ছাড়া স্থগিত থাকবে। হিসেব সঠিক থাকলে তবেই মিলবে নতুন বরাদ্দ।

যৌথ উদ্যোগে জল জীবন মিশনের খরচ কেন্দ্র ও রাজ্য অর্ধেক অর্ধেক ভাগে বহন করলেও, রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ দায় রাজ্যের ওপরই। নবান্ন সূত্রের দাবি, কয়েক দিন আগেই লিখিত ভাবে নতুন নিয়ম জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকেও সচেতন করা হয়েছে যে স্কিম আইডি তৈরি এবং আর্থিক সামঞ্জস্যের কাজ যত দ্রুত শেষ হবে, তত তাড়াতাড়ি অর্থ ছাড় শুরু করবে কেন্দ্র।

নতুন শর্তে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতিতে কতটা প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে রাজ্য দফতরের ভিতরেই আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে নবান্ন সূত্রে খবর, শর্ত পূরণে অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত কাজ শুরু করেছে রাজ্য।

সাংগঠনিক জেলার দায়িত্ব নিয়ে প্রথম বৈঠক সুজিতের

সংবাদদাতা,বসিরহাট : তিন সাংগঠনিক জেলার ওয়ার রুমের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে। এই দায়িত্ব নিয়ে এই প্রথম বৃহস্পতিবার বসিরহাটে বৈঠক করলেন মন্ত্রী। রানাঘাট, বনগাঁ এবং বসিরহাটের ওয়ার রুমের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁকে। দায়িত্ব নিয়েই সুজিত বসু কর্মীদের উদ্দেশ্যে সচেতনতার বার্তা দেন। একই সঙ্গে এসআইআর নিয়ে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তিন। বলেন, কোনও বৈধ ভোটার যেন বাদ না যায়, সেদিকে কর্মীদের নজর রাখতে হবে।

■ ওয়ার রুমের দায়িত্ব পেয়েই বৃহস্পতিবার বসিরহাটে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করলেন মন্ত্রী সুজিত বসু।

কাজের শৃঙ্খলা আনতে যেদিন তিনি বেশ কিছু নির্দেশ এবং গাইডলাইন দেন। আগামীতে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সংগঠন কীভাবে আরও মজবুত করা যায় সে বার্তাও দেন মন্ত্রী। এদিনের বৈঠকে সুজিত বসু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিরহাট মহকুমার তৃণমূলের আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি এটিএম আব্দুল্লাহ রনি, বসিরহাট টাকি বাদুড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান।

■ এন্টালি বিধানসভা এলাকার ওয়ার রুমে নজরদারিতে মেয়র-মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। রয়েছেন মেয়র পারিষদ সন্দীপন সাহাও।

হিমঘরে আলু মজুতের সময় বৃদ্ধি রাজ্যের

সংবাদদাতা, হুগলি : হিমঘরে আলু মজুত রাখার সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। ৩০ নভেম্বরের পরিবর্তে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হল। এর জন্য আলুচাষিদের আলাদা করে ভাড়া দিতে হবে না বলেও জানিয়েছে সরকার। সম্প্রতি আলু ব্যবসায়ীদের সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রোগ্রেসিভ পোটাটো গ্রোয়ার্স ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে হিমঘরে আলু রাখার সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন জানানো হয়েছিল।

সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে হিমঘরে আলু মজুত রাখার সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে আলু চাষি এবং আলু ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও উপকৃত হবেন বলেই মত রাজ্যের কৃষি বিপণন দফতরের মন্ত্রী বেচারাম মান্নার।

উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মোট ১৯টি জেলার ৫১৯টি হিমঘরে প্রায় ২ কোটি ৬৫ লক্ষ প্যাকেট আলু মজুত আছে। এবার পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশেই আলুর রেকর্ড ফলন হয়েছে। নিয়মমাফিক নভেম্বর মাসের মধ্যে হিমঘর থেকে আলু বের করে দেওয়া হয়।

কিন্তু এবছর অধিক ফলনের কারণে সিংহভাগ চাষি হিমঘর থেকে আলু বের করার সাহস পাচ্ছেন না। যদি হিমঘরে মজুত করা সমস্ত আলু চলতি মাসে বের করে দেওয়া হয়, তা হলে অভাবী বিক্রি বাড়বে। অসাধু ব্যবসায়ীরা তার সুযোগ নেবে।

মন্ত্রী জানান, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অভাবী বিক্রি রুখতে এবং রাজ্যের মানুষ যাতে সুলভে আলু কিনতে পারেন, সেই লক্ষ্যে হিমঘরগুলিতে আলু সংরক্ষণের সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে বাজারে আলুর জোগান ঠিক থাকবে।

অসম থেকে ধৃত সাইবার প্রতারক

প্রতিবেদন : শেয়ারে বিনিয়োগের নামে চিকিৎসকের সঙ্গে ৩৬ লক্ষ টাকার সাইবার প্রতারণা। ঘটনার তদন্তে বুধবার রাতে অসমের কামরূপ থেকে জাহিরুল ইসলাম নামে চক্রের এক মাথাকে গ্রেফতার করে সিআইডি। এই মামলায় এখনও পর্যন্ত ৫ জনকে গ্রেফতার করেছেন রাজ্যের গোয়েন্দারা। বিনিয়োগকারী সংস্থার আড়ালে চিকিৎসককে ভুল বুঝিয়ে ধাপে ধাপে ৩৬ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়। প্রাথমিক ভাবে বারাসত সাইবার থানা তদন্ত শুরু করলেও পরে তদন্তভার নেয় সিআইডি।

রাতে গুলি, সকালেই আটক

প্রতিবেদন : রাতের কলকাতায় ফের শুট আউট! বুধবার রাতে কসবার বোসপুকুরে বন্ধুদের বচসায় গুলিবিদ্ধ যুবক। বাঁ হাতের তালুতে গুলি লেগেছে তাঁর। জখম যুবক আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার সকালেই অভিযুক্ত এক যুবককে আটক করেছে কসবা থানার পুলিশ। উদ্ধার করা গিয়েছে একটি ৯ এমএম পিস্তলও। বুধবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ বোসপুকুর এলাকার প্রান্তিকপল্লির খালপাড়ে গুলির শব্দ পাওয়া যায়। স্থানীয়দের দাবি, বন্ধুদের মধ্যে তর্কাতর্কির মাঝে অভিজিৎ নাইয়া নামে তরুণকে লক্ষ্য করে গুলি চলে। কিন্তু প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আহত অভিজিৎ জানান, দুই অজ্ঞাত ব্যক্তি বাইকে করে এসে তাঁর বাড়ির পাশেই বন্দুক দেখিয়ে শাসাতে শুরু করে। বচসার মাঝে অভিজিৎ বন্দুকটি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে কোনওভাবে গুলি বেরিয়ে যায়। কিন্তু এই বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি থাকায় সন্দেহ হয় পুলিশের। ওদিকে, ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোলের সঙ্গে উদ্ধার হয় খাবারের প্যাকেট ও মদের বোতল। ফের জেরায় চাপের মুখে আহত অভিজিৎ স্বীকার করেন, তাঁর দুই বন্ধুর কাছে একটি ৯ এমএম পিস্তল ছিল। বুধবার রাতে তারা সেই বন্দুকটি নাড়াচাড়া করছিল। সেইসময় বন্ধুদের সঙ্গে বচসা বাধে অভিজিতের। তখনই কোনওভাবে গুলি চলে। এই বয়ানের উপর ভিত্তি করে বৃহস্পতিবার সকালেই অভিজিৎ সর্দার ওরফে বাবাইকে আটক করে পুলিশ।

রাজ্য
28 November, 2025 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসএসসির ২০২৫-এর নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে ফের আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে ফ্রেশাররা। পৃথক পরীক্ষার দাবিতে মামলা দায়ের করলেন তাঁরা

ডায়মন্ড হারবারে দলীয় কর্মীদের গো-ব্যাক স্লোগান মন্ত্রী সুকান্তকে

প্রতিবেদন : সংগঠনের অভাব! দলের মধ্যে চূড়ান্ত অশান্তি! গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার সর্বস্তরের কর্মীরা! ডায়মন্ড হারবারের সরিষায় বিজেপি কর্মীদের চাপা অসন্তোষ খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। দলীয় কর্মীদের ব্যাপক ক্ষোভের মুখে পড়তে হল বিজেপির হাফমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে! নিজের দলের কর্মীদের কাছেই গো-ব্যাক স্লোগান শুনতে হল সুকান্তকে!

বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবারের সরিষায় এক দলীয় কর্মীর বাড়িতে যান বিজেপির হাফমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। কিন্তু এদিন সুকান্তর কনভয় সরিষায় ঢুকতেই আচমকা একদল বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মী সেই কনভয় ঘিরে গো-ব্যাক স্লোগান তোলে। বিক্ষোভ দেখায় তাঁরই দলের নেতা রাজু দাস ও তাঁর সঙ্গীরা। বিক্ষোভকারীর দাবি, ডায়মন্ড হারবার-১ ব্লকের সুলতানপুর এলাকার কানপুর-ধনবেড়িয়া অঞ্চলে বিজেপির হয়ে দীর্ঘদিন ধরে খেটেছি এবং ভোটে লিডও দিয়েছি। কিন্তু যাদের জন্য বিজেপি করছি, সেই শীর্ষ নেতারা কোনও যোগাযোগ রাখেন না। সেই নিয়ে সুকান্ত মজুমদারকে অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু উনি শুনতে চাননি বলে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।

তৃণমূল মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার এই নিয়ে বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে কটাক্ষের সুরে বলেন, ওদের এখনও পর্যন্ত রাজ্য কমিটিই তৈরি হয়নি। সুকান্ত মজুমদার সক্রিয়ভাবে রাজ্য কমিটি তৈরিতে বাধা দিচ্ছেন। ওদিকে, গন্দারও নিজের মতো চলছেন। আসলে অনেকগুলি গোষ্ঠী রয়েছে। পুরনো বিজেপির লোকজনই সুকান্ত মজুমদারকে গো-ব্যাক স্লোগান দিচ্ছেন। মানুষ তো ওদের সঙ্গে নেই, এখন দলের কর্মীরাও গো-ব্যাক স্লোগান দিচ্ছে!

আসছে আরও এক ঘূর্ণিঝড় ‘দিতওয়াহ’

প্রতিবেদন : শীতের পথে বারবার বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড়। মালাক্কা প্রণালীতে তৈরি ঘূর্ণিঝড় ‘সেনিয়ার-এর দিকে বিশেষ নজর রয়েছে আবহাওয়াবিদদের। কারণ এই অঞ্চলে এমন শক্তির কোনও ঘূর্ণিঝড়ের নজির আধুনিক রেকর্ডে নেই। এর মধ্যেই নতুন ঘূর্ণিঝড় তৈরির আশঙ্কা রয়েছে। শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের কাছাকাছি উৎপত্তি হওয়া গভীর নিম্নচাপটি উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে বঙ্গোপসাগরের উষ্ণ জলে শক্তি বাড়াচ্ছে। এর সম্ভাব্য নাম হবে ‘দিতওয়াহ’। আইএমডি জানিয়েছে, শুক্রবারের মধ্যেই এটি পূর্ণাঙ্গ ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিতে পারে এবং পরবর্তী দু’দিনে উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে এগোতে পারে।

এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব বাংলায় সরাসরি না পড়লেও পরোক্ষ প্রভাব পড়বে। এর জেরে আগামী দু’দিন তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। যদিও তা স্বাভাবিকের নিচেই থাকবে। পশ্চিমের পাশাপাশি দক্ষিণের জেলাতেও তাপমাত্রা বেশ খানিকটা নেমেছে। আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। কলকাতাতেও দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে। দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে। আগামী কয়েক দিনে উপরের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন নেই। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

চোখ চুরি হয়নি জানিয়ে দিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

সংবাদদাতা, বারাসত : বারাসত সরকারি হাসপাতালের পুলিশ মর্গ থেকে কোনও মৃতদেহের চোখ চুরির ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়ে দিলেন মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ অভিজিৎ সাহা। বৃহস্পতিবার দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই জানান তিনি। বলেন, পথ দুর্ঘটনায় মৃত প্রীতম ঘোষের দেহ দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের পর তিন সদস্যের বিশেষজ্ঞ দলের প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে ইঁদুর বা ছুঁচো জাতীয় কোনও প্রাণী চোখের অংশ খুবলে নিয়েছে। কারণ মৃতের বাম চোখের কোটরের মধ্যে চোখের কিছু অংশ পাওয়া গিয়েছে। এর থেকেই প্রমাণিত, অপারেশন করে চোখ তুলে নেওয়ার বা ‘চোখ চুরি’র কোনও ঘটনা ঘটেনি। এই সংক্রান্ত রিপোর্ট স্বাস্থ্যভবনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান এমএসভিপি। তিনি আরও জানান, সরকারি পরিকাঠামোয় মর্গে নিয়মিত পেস্ট কন্ট্রোল করা হয়। এজেন্সি মারফত সেই কাজ হয়। মর্গ অ্যাক্টিভ থাকলে এমন কোনও প্রাণী দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে রাতের দিকে অনেক সময় দেহ ঢোকানো হয়। সে-সময় হয়ত কোনও কিছু ঢুকে গিয়েছিল। আগামীদিনে যাতে এ-ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি বুধবার থেকেই মেডিক্যাল কলেজের অ্যাকাডেমিক বিল্ডিংয়ে নতুন অত্যাধুনিক মর্গ চালু হয়ে গিয়েছে। এই মর্গে ৬টি কুলিং চেম্বার আছে। সেখানে ৬টি দেহ রাখা যাবে। সেক্ষেত্রে পুরনো মর্গের ব্যবহার আস্তে আস্তে কমিয়ে আনা হবে বলেও জানান তিনি। এই প্রসঙ্গে এমএসভিপি বলেন, আগের মর্গটি বহু বছর আগে তৈরি। কিছু পরিকাঠামোগত সমস্যা ছিল। বারাসত হাসপাতাল থেকে এটি মেডিক্যাল কলেজে উত্তীর্ণ হলে সেখানে উন্নত ও অত্যাধুনিক মর্গ তৈরি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই কাজ চলছিল। কাজ শেষ হওয়াতে বুধবার থেকে সেটি চালু করা হয়েছে।

■ সাংবাদিক বৈঠক করছেন এমএসভিপি ডাঃ অভিজিৎ সাহা।

বারাসত

জারি অর্থ দফতরের নয়া নির্দেশিকা

প্রতিবেদন : বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরকে আরও বেশি আর্থিক ক্ষমতা দিল রাজ্য সরকার। অর্থ দফতরের জারি করা নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এখন থেকে প্রশাসনিক ব্যয় এবং অভ্যন্তরীণ প্রকল্প সংক্রান্ত খরচ মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ও দফতরের প্রধান সচিবের সমান ক্ষমতা পাবেন। এর ফলে নির্বাচনী দফতরের কাজকর্মে গতি বাড়বে এবং খরচ মঞ্জুরির জন্য অন্যান্য দফতরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে, সিইও-র অফিসে আর্থিক ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে আলোচনা চলছিল, তা এখন কার্যকর করা হল। ১৩ নভেম্বর রাজ্যপাল এই সিদ্ধান্তে সম্মতি দিয়েছেন। অর্থ দফতরের আগের একাধিক আদেশ ৪ জুন ২০১৫ এবং ৭ জুলাই ২০২৫-এর ভিত্তিতেই এই নয়া ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে একাধিক প্রশাসনিক কাজের চাপ বাড়ার এই সময়ে সিইও দফতরকে আর্থিকভাবে আরও শক্তিশালী করা জরুরি ছিল বলে প্রশাসনের অভিমত। নবান্নের নতুন সিদ্ধান্তে এসআইআর আবহে নির্বাচনী কাজকর্ম আরও দ্রুত ও নির্বিঘ্ন হবে বলেই মনে করছেন রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা।

মৈপীঠে লোকালয়ে বাঘের পায়ের ছাপ, ছড়াল আতঙ্ক

সংবাদদাতা, কুলতলি : ফের লোকালয়ে বেরিয়ে এল বাঘ। কুলতলির মৈপীঠ কোস্টাল থানার শ্রীকান্ত পল্লি এলাকায় দেখা গেল বাঘের পায়ের ছাপ।

এই ছাপ দেখেই আতঙ্কিত গ্রামবাসী। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় নলগোড়া বনদফতরকে। ঘটনাস্থলে আসে কুলতলির মৈপীঠ কোস্টাল থানার পুলিশও। এই বাঘের পায়ের ছাপ দেখেই পুরনো স্মৃতির কথা ভেবেই আঁতকে উঠছেন গ্রামবাসী। তিন দিন ধরে বাঘে মানুষের লুকোচুরি ঘটনা তাদের জানা । এলাকাবাসীদের নিরাপত্তায় মৈপীঠ কোস্টাল থানার পুলিশ ও নলগোড়া বিটের একাধিক বন কর্মী, কুইক রেসপন্স টিমের সদস্যরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় টহল দিচ্ছে।

■ বৃহস্পতিবার বেলেঘাটা বালকবৃন্দ ক্লাবে ৫৬তম রাজ্য সিনিয়র ভলিবল (মহিলা) প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। তিনি রাজ্য ভলিবল সংস্থার সভাপতিও।

■ হুগলি জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজ কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার জেলার ২০টি হাইস্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে নেশামুক্ত ভারত ও নেশামুক্ত বাংলা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে সচেতনতামূলক প্রতিযোগিতা ও শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে সুকান্তনগর অনুকূলচন্দ্র শিক্ষাশ্রমে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অমিতেন্দু পাল, নীলয় দত্ত-সহ শিক্ষক ও শিক্ষিকারা।

শুধু অনলাইনে তোলা যাবে নাম

প্রতিবেদন : অফলাইনে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারবেন না নতুন ভোটাররা। নাম তোলা যাবে শুধুমাত্র অনলাইনে। নতুন ভোটাররা ফর্ম-৬ পূরণ করে নাম তুলতে পারবেন। এতদিন পর্যন্ত অফলাইন এবং অনলাইন দুই ভাবেই নাম তোলার আবেদন জানানো যেত। কমিশন সূত্রে খবর, বিশেষ নিবিড় সংশোধন চলাকালীন সেই প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন করা হয়েছে। আপাতত অফলাইন নয়, অনলাইনেই নাম তুলতে হবে। অনলাইনে নাম তোলার ক্ষেত্রে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক। কমিশন জানিয়েছে, যে হেতু ‘ই-সাইন’-এর প্রয়োজন তাই আধার কার্ডের মাধ্যমে ওটিপি দিয়ে তা করা হবে। আগামী ৯ ডিসেম্বর নিবিড় সংশোধনের খসড়া তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। তার পরেই তালিকায় নাম তুলতে আবেদন জানাতে পারবেন নতুন ভোটাররা।

■ খড়দহ বিধানসভার বিলকান্দা ১ পঞ্চায়েতের মহিষপোতায় বৃহস্পতিবার মা তারা, মহাদেব ও গ্রহরাজ মন্দিরের দ্বারোদঘাটনে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ সৌগত রায়-সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি ও ভক্তরা।

■ উচ্চ মাধ্যমিকের চতুর্থ সেমিস্টারের প্রস্তুতিসভা চুঁচুড়া রবীন্দ্র ভবনে। উপস্থিত ছিলেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি ডঃ চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, জেলার শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়, সংসদের সচিব ডঃ প্রিয়দর্শিনী মল্লিক, সহ-সচিব (পরীক্ষা) উৎপল বিশ্বাস, ডেপুটি সেক্রেটারি (বর্ধমান) মুক্তা নির্জনারি, ডিআই (সেকেন্ডারি), সেন্টার সেক্রেটারি, সেন্টার ইন-চার্জ, ও শুভেন্দু গড়াই-সহ বিশিষ্টরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর মিলল কিশোরীর দেহ। মালদহের রতুয়ার ২ নং ব্লকের সম্বলপুরের ঘটনা। মৃতার নাম নিষাদ বানু (১৬)। মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

আমার বাংলা
28 November, 2025 • Friday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

তিন জেলায় ভোট রক্ষা শিবিরে কাজ খতিয়ে দেখে বার্তা দিলেন নেতৃত্ব

ফর্মপূরণে ভুল নয় : উদয়ন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : এসআইআরের নামে বিজেপির প্ররোচনায় বড় ষড়যন্ত্র করছে কমিশন। ফর্ম পূরণে কেউ ভুল করবেন না। তৃণমূলের সহায়তা শিবির আছে, আমরা সকলে আপনাদের পাশে আছি, আমাদের কাছে আসুন। সঠিক ফর্ম পূরণ করুন। কারণ, সামান্য ভুল করলেই সুযোগ নেবে কমিশন। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির এসআইআর সংক্রান্ত সভা থেকে এভাবেই সাধারণ মানুষকে সচেতন করলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। এসআইআর প্রসঙ্গে মন্ত্রী আরও বলেন, একশো শতাংশ মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া আমাদের লক্ষ্য। কোথাও যদি বিএলএ-টু কর্মীদের কাজে সমস্যা দেখা দেয়, সেখানে অবিলম্বে নতুন বিএলএ-টু নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হবে। মন্ত্রী বলেন, এসআইআর নিয়ে আতঙ্কে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৫ থেকে ৩৬ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এদিন মন্ত্রী রাজগঞ্জ ব্লক, জলপাইগুড়ি সদর ও জলপাইগুড়ি টাউনের একাধিক এসআইআর হেল্প ক্যাম্প পরিদর্শন করেন উদয়ন গুহ। মাঠ পর্যায়ে গিয়ে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন তিনি এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার খোঁজ নেন।

ভোটার বাদ না যায় : সামিরুল

সংবাদদাতা, মালদহ : ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে উদ্বেগ ও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে তা কাটাতে সরেজমিনে মালদহে সক্রিয় তৎপরতা চালালেন রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। এদিন উত্তর মালদহের একাধিক বিধানসভা এলাকার 'বাংলার ভোট রক্ষা শিবির' এবং ওয়ার রুম পরিদর্শন করেন। হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল, রতুয়া, মালতীপুর, গাজোল ও হবিবপুরের বিভিন্ন শিবির ঘুরে দেখেন সাংসদ। পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বিইআরএস ও পিইআরএসদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মোয়াজ্জেম হোসেন-সহ অন্য নেতা ও কর্মীরা। বৈঠকে সংশোধন প্রক্রিয়ায় কোনও খামতি থাকলে তা দ্রুত সংশোধনের নির্দেশ দেন সামিরুল ইসলাম। বিশেষভাবে এসআইআর ফর্ম শতভাগ পূরণের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, দায়িত্বে কোনও ফাঁক চলবে না, একজন বৈধ ভোটারও যেন বাদ না পড়ে সেটাই আমাদের লক্ষ্য। এই পরিদর্শনে শিবিরে কর্মরতদের মনোবল আরও চাঙ্গা হয়েছে বলে জানান স্থানীয় কর্মীরা।

সবুজের সঞ্চার জলদাপাড়ায় ধরা পড়ল ড্রোন ক্যামেরায়

প্রতিবেদন : ভুটান ও সিকিমের নদীর জলে প্লাবিত হয় উত্তরের বিস্তীর্ণ এলাকা। এর ফলে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি ঢাকা পড়েছিল ডলোমাইট মিশ্রিত পলিতে। সবুজ পরিণত হয়েছিল ছাই রঙে। এবার দূষণ কাটিয়ে সবুজে ফিরেছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান। সেই ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করেছে জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। তা দেখে অত্যন্ত খুশি পরিবেশপ্রেমীরা। বৃহস্পতিবার চারটি ড্রোনের সাহায্যে বনাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি চালানো হয়। তাতে বেশ কিছু ছবি ধরা পড়েছে। সেই সব ছবিতেই সবুজ প্রাণের সঞ্চার হওয়ার ছবি ড্রোন ক্যামেরাতে ধরা পড়েছে। যা দেখে কার্যত উৎফুল্ল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মূলত জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের চারটি রেঞ্জে ড্রোনের সাহায্যে নজরদারি চালানো হয়েছে। এই চারটি রেঞ্জেই গন্ডারের বিচরণভূমি। এর মধ্যে বিস্তীর্ণ তোর্সা নদীর চর এলাকাও রয়েছে। এই সব রেঞ্জে গন্ডারের বিচরণ রয়েছে বলে এই রেঞ্জগুলোকে রাইনো রেঞ্জ বলা হয়। ড্রোনের সাহায্যে নজরদারির নানা সুফল রয়েছে। ড্রোনের সুবিধের কারণে এই জাতীয় উদ্যানে আরও নতুন ড্রোন কেনার ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে বন দফতর।

তৃণমূলে যোগদান

■ বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিজেপি। ক্রমশ শক্ত হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের হাত। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের, কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বোলগুড়ি গ্রামের ১০০ বিজেপি কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা সভাপতি প্রকাশচিক বরাইক।

ফ্লাইং চোর ধৃত

■ মরফিন-সহ গ্রেফতার সিকিমের এক যুবক। ধৃতের নাম শামিম আলম। গ্যাংটকের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, বুধবার খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কিতে মাদক কিনতে আসে সিকিমের যুবক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসএসবির ৪১ নং ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে ওই যুবককে আটক করে তল্লাশি চালায়। যুবকের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় ২৩ গ্রাম মরফিন।

আতঙ্কিত হবেন না, দল আছে : প্রসূন

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : নির্বাচন কমিশন এসআইআর ঘোষণার পর থেকেই একের পর এক মর্মান্তিক ঘটনা সামনে আসছে। ভিটে মাটি হারানোর আতঙ্কে মৃত্যু হচ্ছে, অধিক কাজের চাপে আত্মঘাতী হয়েছেন একের পর বিএলও। একটাই কথা বলব, কেউ আতঙ্কিত হবেন না। সকলের পাশে আছে তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিনাজপুরের একাধিক সহায়তা শিবিরে গিয়ে এমনই বার্তা দিলেন তৃণমূল নেতা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা নেতৃত্বদের সঙ্গে করলেন বৈঠকও। এদিন তিনি হিলি ব্লকে বিডিও অফিসের সামনে শিবির পরিদর্শন করেন প্রসূনবাবু। বিকেলে বালুরঘাট শহরের কলেজ মোড় এলাকায় এসআইআর ভোট রক্ষা শিবিরে আসেন তিনি। সাধারণ মানুষের এসআইআর আতঙ্ক দূর করতে মানুষের পাশে থেকে সহযোগিতা করার উপদেশ দেন কর্মীদের।

চা-শ্রমিকদের সহায়তায় হল শিবির

প্রতিবেদন : এসআইআরে আতঙ্কিত নিরীহ চা-শ্রমিকরা। তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল। আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে বাগান এলাকাগুলিতে নিয়মিত শিবির চলছে। পৌঁছে যাচ্ছেন জেলার নেতা-কর্মীরা। ফর্ম ফিলাপ করে দিচ্ছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার খড়িবাড়ি ব্লকের থানঝোরা চা-বাগানে অনুষ্ঠিত হল ভোট রক্ষা শিবির। ছিলেন দার্জিলিং জেলা সমতলের আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নির্জল দে। চা-শ্রমিকদের ফর্ম ফিলাপ করতে করতে তিনি বলেন, নিরীহ শ্রমিকদের আরও বিভ্রান্ত করেছে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল। তবে শ্রমিকদের পাশে তৃণমূল কংগ্রেস।

হাঁস খেতে গিয়ে ধরা পড়ল অজগর

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : গৃহস্থের বাড়িতে হাঁস শিকারে গিয়ে ধরা পড়ল অজগর। বৃহস্পতিবার ধূপগুড়ি ব্লকের দামবাড়ি বালাপাড়ার গ্রামের ঘটনা। নিকটবর্তী জলঢাকা নদী বা ঝুমুর নদী দিয়ে সাপটি আশপাশের সাতটি গ্রামে বিচরণ করেছিল। নদীতে মাছ ধরছিলেন কয়েকজন জেলে, ঠিক সেই সময় জালের মধ্যে উঠে আসে অজগর। পাশের জমিতে কাজ করছিলেন এক কৃষক, তিনি দ্রুত এগিয়ে এসে সাপটিকে লক্ষ্য করেন। চাঁদ দেখে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা খবর দেন ডুয়ার্স নেচার অ্যান্ড স্নেক লাভার অর্গানাইজেশন-এর সদস্যদের। তাঁরা সাপটি উদ্ধার করে বন দফতরের হাতে তুলে দিয়েছেন। সাপটিকে চিকিৎসার পর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বনকর্মীরা।

মহকুমা হাসপাতালে জটিল অস্ত্রোপচার সফল

অপরাজিতা জোয়ারদার • রায়গঞ্জ

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। সরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালেই শুধু নয়, মহকুমা হাসপাতালেও রোগীরা পাচ্ছেন উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা। এবার জটিল অস্ত্রোপচার সফল করে নজির গড়ল ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল। বেশ কয়েকবছর ধরে শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথায় ভুগছিলেন আলিনগরের বাসিন্দা রিজুয়ানা খাতুন। অর্থের অভাবে বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারছিলেন না। এরপরই ওই মহিলা ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায় তিনি নিউমোথোরাক্স বা ধসে পড়া ফুসফুসে আক্রান্ত। ফুসফুস এবং বুকের প্রাচীরের মাঝের জায়গায় বাতাস জমে গিয়ে ফুসফুসটির ওপর চাপ সৃষ্টি করে সংকুচিত করে দেয়। ফলে ফুসফুস স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হতে পারে না এবং শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। এরপরই ওই রোগিণীর অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেন হাসপাতালের চিকিৎসক প্রথমা দে। হাসপাতালের সিসিইউ বিভাগে ওই রোগিণীর অস্ত্রোপচার করা হয়।

■ অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ রিজুয়ানা খাতুন।

আমার বাংলা
28 November, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জেলায় জেলায় ভোট রক্ষা শিবিরে তদারকিতে মন্ত্রী-বিধায়করা

শিবিরে সাধারণ মানুষের কথা শুনলেন মন্ত্রী মলয়

শিবিরে মলয় ঘটক, হুমায়ুন কবীর, সীতেশ ধাড়া, আমিনা মান্না প্রমুখ।

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : এসআইআর নিয়ে ভোট রক্ষা শিবির পরিদর্শনে ডেবরায় এলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। বৃহস্পতিবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ডেবরা বিধায়কের কার্যালয়ে এসআইআরের ওয়ার রুম পরিদর্শনে উপস্থিত হন মলয়। সঙ্গে ছিলেন ডেবরা বিধানসভার বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবীর, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি ও ডেবরা ব্লকের শাখা সংগঠনের একাধিক নেতৃত্ব। এদিন বিধায়কের কাছে আসা সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী মলয়। এদিন এই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সীতেশ ধাড়া, কর্মাধ্যক্ষ শেখ সাবির আলি, কর্মাধ্যক্ষ অশ্বিনী সরদার, আইএনটিটিইউসি'র ব্লক সভাপতি আলতাফ আলি, মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী আমিনা মান্না বিবি প্রমুখ।

শিবিরে মলয় ঘটক ও অজিত মাইতি।

বিএলএ, কর্মীদের উজ্জীবিত করতে গেলেন শ্রমমন্ত্রী

সংবাদদাতা, ঘাটাল : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় তৃণমূলের এসআইআর ওয়ার রুমের দায়িত্বে মন্ত্রী মলয় ঘটক। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি ঘাটালে ভোট রক্ষা শিবিরে গিয়ে এসআইআরের কাজ খতিয়ে দেখে বৈঠক করেন, ঘাটাল ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে। সঙ্গে ছিলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অজিত মাইতি। ব্লকের বিএলএ ও নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করেন মন্ত্রী। দ্রুত কাজ শেষের নির্দেশ দেন। পরে সাংবাদিকদের জানান, বিজেপি ও কেন্দ্র সরকার এ-রাজ্যে বেছে বেছে তৃণমূলের সমর্থক ও ভোটারদের নাম কীভাবে বাদ দেওয়া যায় তার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। সেটা যাতে না হয়, ভোটাররা যাতে তাদের ভোটাধিকার রক্ষা করতে পারে সেজন্য আমাদের দলের পক্ষ থেকে বিএলএ নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা বিএলওদের সঙ্গে ভোটার তালিকা পর্যালোচনা করছেন। সেই কাজটাই দেখতে এসেছি।

নদিয়ার পলাশিতে শিবির পরিদর্শনে পরিবহণমন্ত্রী

শিবিরে স্নেহাশিস চক্রবর্তী, তারান্নুম সুলতানা মির প্রমুখ।

সংবাদদাতা, নদিয়া : নদিয়ার কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের এসআইআর ক্যাম্পের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করতে এদিন কালিগঞ্জ ব্লকের পলাশিতে আসেন তৃণমূলের নবনিযুক্ত পর্যবেক্ষক তথা পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। সঙ্গে ছিলেন নদিয়া জেলা পরিষদ সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মির, কালীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতি শেফালি খাতুন, কালিগঞ্জ ব্লক তৃণমূল সভাপতি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। শেফালি জানান, এসআইআর নিয়ে পর্যবেক্ষক স্নেহাশিস পলাশিতে ক্যাম্পে যান, অগ্রগতি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেন। যদিও ৭৫ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। স্নেহাশিস জানান, সমস্ত ক্যাম্পেই মানুষের নাম আলাদাভাবে নথিভুক্ত করতে হবে পোর্টালে। আমাদের এই ক্যাম্পের কর্মসূচি সম্বন্ধে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত গাইড করছেন ও খোঁজ নিচ্ছেন জেলা সভাপতি মহুয়া মৈত্র।

পাম্প হাউসের ভাঙা ব্রিজ সারানোর উদ্যোগ

ভেঙে পড়া ব্রিজ পরিদর্শনে পূর্ত আধিকারিকরা।

সংবাদদাতা, আসানসোল : আসানসোলের বার্নপুরের কালাঝরিয়া পিএইচই-র পাম্প হাউসের ব্রিজ সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন পূর্ত দফতরের আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে পূর্ত দফতরের চার সদস্যের প্রতিনিধিদল দেখতে এসেছিলেন। চলতি বছরের মে মাসে হঠাৎ করেই কালাঝরিয়া পাম্প হাউসের ব্রিজটি ভেঙে পড়ে। এর ফলে রানিগঞ্জ ও জামুরিয়ার একাংশে জলসংকট দেখা দেয়। এদিন পরিদর্শনের পর প্রতিনিধি দলের সদস্যরা জানিয়েছেন, এই ব্রিজ কীভাবে করা হবে এবং কত টাকা খরচ হবে তার রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট দফতরে জমা দেওয়া হবে। যতটা দ্রুততার সঙ্গে সম্ভব এই ব্রিজ মেরামতি করে ফেলা হবে।

আসানসোল

বালিচক ফ্লাইওভারের কাজে গতি আনতে বৈঠকে হুমায়ুন

ফ্লাইওভারের কাজ অসমাপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে।

সংবাদদাতা, বালিচক : ফ্লাইওভার চালু করতে সংশ্লিষ্ট সমস্ত দফতরের সঙ্গে বৈঠক হল খড়্গপুরের এসডিও অফিসে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বালিচক ফ্লাইওভারের কাজ চলছে। কাজের গতি অনেক কম। সেই নিয়ে ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর উদ্যোগ নিয়ে পূর্ত দফতরের সচিব, জেলার জেলাশাসক ও পূর্ত দফতরের আধিকারিকদের বারবার জানিয়েছেন। অবশেষে সেই দাবি মেনে খড়্গপুরের মহকুমা শাসক সুরভি সিংলার কার্যালয়ে একটি বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকে ছিলেন রেলের প্রতিনিধি, পূর্ত দফতরের প্রতিনিধি থেকে ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর, মহকুমা শাসক সুরভি সিংলা, ডেবরার বিডিও প্রিয়ব্রত রাড়ি, ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সীতেশ ধাড়া প্রমুখ। উড়ালপুলটি চালু না হওয়ায় সমস্যার মধ্যে রয়েছেন এলাকায় মানুষজন। বিধায়ক বলেন, আমরা দাবি জানিয়েছি, যাতে আগামী ১৫ মার্চের মধ্যে উড়ালপুলটি চালু করা হয়। কারণ ডেবরা, সবং, পিংলার মানুষজন সমস্যায় রয়েছে। আমরা চাই, ঠিকাদার সংস্থা দ্রুত কাজটি করুক। এই নিয়ে মহকুমা শাসক জানান, বালিচক রেল ওভারব্রিজ নিয়ে একটি বৈঠক হয়েছে জেলাশাসকের নির্দেশে। ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে, যাতে কাজের গতি আনা যায়। ডেবরা পূর্ত দফতর রোডসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দ্রুত কাজে গতি আনা হবে। তবে চেষ্টা করছি সামনের বছরের মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই কাজ সম্পূর্ণ করার।

চাপে দিশাহারা বিএলও এবং ভোটাররা : প্রদীপ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : নির্বাচন কমিশন ভীতি প্রদর্শন করে চলেছে, একটি দলের অঙ্গুলিহেলনে, যা অন্য রাজ্যে হয়নি। যারা এই পেশার সঙ্গে যুক্ত নয়, তাদের উপর ভয়-চাপ দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার একটা খেলা চলছে। নিত্যনতুন নির্দেশ আসছে। কেউই জানতে পারছে না পরশু কী নির্দেশ আসবে। নির্বাচন কমিশন থেকে তাই ভয়ে-আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে গিয়েছেন এঁরা। কেউ আত্মহত্যা করছেন চাকরি যাওয়ার ভয়ে, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বারে বারে ভয় দেখিয়ে বলা হয়েছে, বিহারে চাকরি গিয়েছে আসলে এটা একটা ভয় দেখিয়ে প্রভুর হয়ে কাজ করে যাওয়া। এভাবেই কমিশনকে পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার প্রবল আক্রমণ করলেন। মন্ত্রী বলেন, প্রথমে বলা হল ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে ফর্ম দেওয়া ও জমা নেওয়ার কাজ চলবে। তারপরে আচমকা নির্দেশ এল ২৫ নভেম্বর জমা দেওয়ার শেষ দিন। আসলে এরা ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে চাইছে নির্বাচকমণ্ডলীকে। মন্ত্রী বলেন, শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়, অন্য রাজ্যেও বিএলওরা মারা যাচ্ছেন। মন্ত্রীর অভিযোগ, আগে থেকেই ঠিক করে রেখে দেওয়া হয়েছে কত নাম বাদ দেওয়া হবে। প্রশ্ন তুললেন, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পরে কীভাবে হিয়ারিং হবে, তা নিয়ে কি কোনও নির্দেশ আছে?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্রেতা সেজে শিলিগুড়ির ক্ষুদিরাম পল্লির সোনার দোকানে ঢুকে ৪-৫ দুষ্কৃতী সাড়ে ৩ লক্ষের সোনার চেন হাতিয়ে চম্পট দেয়। খবর পেয়ে পানিট্যাংকি আউটপোস্টের পুলিশ তদন্ত শুরু করে

আমার বাংলা
28 November, 2025 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in
৯
২৮ নভেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

সার-বিতর্কে জঙ্গিপুরে প্রস্তুতি বৈঠক

বিজেপিকে তুলোধোনা ঋতর

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : জঙ্গিপুরে সার-ইস্যুতে বিশেষ বৈঠক হল বৃহস্পতিবার। আর সেই মঞ্চ থেকে এই বিষয়ে বিজেপিকে নিশানা করলেন সাংসদ ও আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রঘুনাথগঞ্জের রবীন্দ্রভবনে এসাইআর সংক্রান্ত বিশেষ বৈঠকের পাশাপাশি আগামী ৪ ডিসেম্বর বহরমপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা সফল করার প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা হয়। সাংসদ ঋতব্রত বিজেপিকে তুলোধোনা করে বলেন, উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে বারবার রাজনীতি ও ভ্রান্ত তথ্যের মাধ্যমে বিপথগামী করার চেষ্টা করছে ওরা। রাজ্যের উন্নয়ন থামিয়ে দেওয়াই ওদের লক্ষ্য। সার নিয়ে অযথা আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার জনকল্যাণ, শিল্প ও বিনিয়োগের ওপর জোর দিচ্ছে। মানুষের স্বার্থরক্ষায় যা যা করার, রাজ্য সবই করবে। ছিলেন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ও সাংসদ খলিলুর রহমান, মন্ত্রী আখরুজ্জামান, বিধায়ক জাকির হোসেন, জেলা সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা-সহ জেলার অন্যান্য বিধায়ক ও নেতৃত্ব।

■ প্রস্তুতি বৈঠকে সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন সাংসদ খলিলুর রহমান, মন্ত্রী আখরুজ্জামান, বিধায়ক জাকির হোসেন, সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা প্রমুখ।

ভোটরক্ষা শিবির ঘুরে মন্ত্রী, নিশ্চিত করতে হবে একশো শতাংশের নাম

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : অন্য কোনও রাজনৈতিক দল ভোটারদের পাশে নেই। তাই তৃণমূলই এসআইআরে একশো শতাংশ ভোটারের নাম নিশ্চিত করতে ময়দানে নেমেছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দলীয় কর্মীরা বুথরক্ষা শিবির করে ভোটারদের নথি যাচাই ও ফর্মপূরণে সহায়তা করছেন। বৃহস্পতিবার অবধি পুরুলিয়ায় প্রায় নব্বই শতাংশ ভোটারের এনুমারেশন ফর্ম জমা হয়েও গিয়েছে। তবু তৃপ্ত নন মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। সেই কাজ খতিয়ে দেখতে পুরুলিয়া জেলাজুড়ে বৃহস্পতিবার দলের বুথরক্ষা শিবিরগুলি পরিদর্শন শুরু করেন মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। দলের বুথরক্ষা কর্মসূচিতে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার ওয়াশরুমের দায়িত্ব পেয়েই তিনি বাঁকুড়া ছুঁয়ে চলে আসেন পুরুলিয়া। বুধবার রাতে পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে দলীয় নেতাদের সঙ্গে মেগা বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার থেকে বেরিয়ে পড়েন ব্লকে ব্লকে ওয়াররুমগুলির অবস্থা দেখতে। একদিনে পুরুলিয়া শহর থেকে পুরুলিয়া দুনম্বর ব্লক হয়ে অন্তত চারটি ব্লকে যান তিনি। সন্ধ্যায় যান মানবাজারে। সঙ্গে ছিলেন দলের জেলা সভাপতি রাজীবলোচন সরেন, বর্ষীয়ান নেতা সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বপন বেলথরিয়া। সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী বলেন, কোনও এলাকাতেই সমস্ত ভোটার তৃণমূল সমর্থক নন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী চান, সব ভোটার যেন এনুমারেশন ফর্ম জমা দিতে পারেন। সেজন্য যে কোনও ভোটারকেই সহযোগিতা করছেন শিবিরে থাকা দলীয় কর্মীরা। এটাই ভোটরক্ষা। গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতা। মন্ত্রী বলেন, পুরুলিয়ায় দলের বিএলএরা ভাল কাজ করছেন। তবে ওয়াররুমে বসে থাকলেই হবে না। ভোটারদের তথ্য পোর্টালে আপলোড হচ্ছে কিনা, দেখতে হবে। তাঁদের খোঁজও রাখতে হবে। পরিষ্কার জানান তিনি, আমাদের রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর কোনও দল ভোটারদের পাশে নেই। এমনকী তৃণমূল-বিরোধী ভোটাররাও ফর্মপূরণে সাহায্য নিচ্ছেন তৃণমূল কর্মীদের। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন রাজ্যে একশো শতাংশ ভোটারের এনুমারেশন নিশ্চিত করতে হবে। এখানে দল দেখতে হবে না। ভোটাররাই দেখছেন কে তাঁদের পাশে আছে। এদিন পুরুলিয়া শহর তৃণমূল সভাপতি কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি বলে দেন বুথভিত্তিক এসআইআর পরিস্থিতি রিপোর্ট আকারে জানাতে হবে। রবিবার পর্যন্ত টানা চারদিন পুরুলিয়ায় থাকছেন মন্ত্রী। নেতাদের বলেন, সব কিছু নজরে থাকছে তাঁর। নেতাদেরও কর্মীদের সঙ্গে ময়দানে নেমে কাজ করতে হবে। দলের জেলা সভাপতি রাজীবলোচন সরেন বলেন, মন্ত্রীকে দেখে উজ্জীবিত হয়েছেন দলীয় কর্মীরা। ফলে যে দু-একটি ব্লকে কাজ কম হয়েছে সেখানেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই একশো শতাংশ নাম নথিভুক্ত হয়ে যাবে।

■ পুরুলিয়ায় দলের ওয়াররুমে মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। রয়েছেন জেলা নেতৃত্ব।

সাংসদ-বিধায়কের উদ্যোগে হচ্ছে রেল ওভারব্রিজের কাজ

সংবাদদাতা, পাণ্ডবেশ্বর : উখড়া এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের ইচ্ছাপূরণ হতে চলেছে। হাজার হাজার মানুষের মাথাব্যথার কারণ ছিল উখড়ার এই রেলগেট। তৎপর বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার সহযোগিতায় রেল কর্তৃপক্ষকে মানুষের যন্ত্রণার কথা জানিয়ে চিঠি দেন। এরপর বেশ কিছুদিন মাপজোক, কথাবার্তা চলে। অবশেষে বৃহস্পতিবার রেলগেটের উপর ওভারব্রিজের কাজের চূড়ান্ত নকশা নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করলেন রেলকর্তা এবং পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ফলে স্বভাবতই খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা তরুণ গড়াই বলেন, এবার মানুষের দীর্ঘদিনের যন্ত্রণার অবসান হবে। ধন্যবাদ জানাই সাংসদ এবং বিধায়ককে। স্কুলকলেজ এবং অ্যাম্বুলেন্স স্তব্ধ হয়ে যেত এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে। দ্রুত কাজ হলে খুব ভাল হয়। বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, সাধারণ মানুষের কতটা কষ্ট লাঘব হবে সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমরা সাংসদকে চিঠি দিয়েছিলাম। সেই পত্র মোতাবেক রেল কর্তৃপক্ষ সাড়া দিয়েছেন।

উখড়া

■ ব্রিজের নকশা দেখছেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

লালগড়ে শাবকের জন্ম দিল মা-হাতি

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার ভোরে মেদিনীপুর বন বিভাগের লালগড় রেঞ্জের ভাউদি বিটের জঙ্গলে দেখা যায় একদল হাতি ঘিরে আছে এক হস্তিশাবককে। কিছুক্ষণ সেখানে থেকে পায়ে পায়ে হেলতে দুলতে ঢুকে পড়ে জঙ্গলের ভিতরে। পরে জানা গেল, ওই জঙ্গলেই শাবকটি প্রসব করেছে হস্তিনী। খবর ছড়াতেই এলাকার লোকজন ভিড় জমালে বনকর্মীরা মাইকিং করেন, কেউ ওদের বিরক্ত করবেন না। কেউ জঙ্গলে ঢুকবেন না। প্রসঙ্গত, ৫০-৬০টি হাতির দল বুধবার রাতে চাঁদড়া রেঞ্জ থেকে লালগড় রেঞ্জের ভাউদির জঙ্গলে ঢুকে দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। সদ্যোজাতকে নিয়ে ১৫টি হাতির দলটি রয়েছে করমশোল জঙ্গলে। দলে শাবক থাকায় কোনওভাবেই দলটিকে অন্যত্র তাড়ানো যাচ্ছে না।

যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসায় স্বাস্থ্যজেলার বৈঠক

সংবাদদাতা, বীরভূম : যক্ষ্মারোগীদের কীভাবে আরও ভাল চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া যায় তা নিয়ে রিভিউ বৈঠক হল রামপুরহাট স্বাস্থ্যজেলার মুরারই ২ ব্লকের পাইকর গ্রামে। যক্ষ্মা আধিকারিক ডাঃ সুকল্যাণ রায় জানান, এই মুহূর্তে রামপুরহাট এক ও দুই, নলহাটি ১ ও ২, ময়ূরেশ্বর ১ ও ২, মুরারই ১ ও ২, এই ৮ ব্লকে মোট ১০৪৬ জন যক্ষ্মারোগী রয়েছেন। তাঁদের দ্রুত সুস্থ করা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট স্বাস্থ্যজেলার মুখ্য চিকিৎসক আধিকারিক ডাঃ শোভন দে এবং আটটি ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা। আমাদের মূল লক্ষ্য, রোগীদের নিয়ম মেনে রোজ ওষুধ খাওয়ানোয় উৎসাহিত করা, আক্রান্ত রোগীদের বেশ কিছু নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া। তাঁরা সচেতন হয়ে নিয়মিত চিকিৎসার মধ্যে থাকলে এই রোগ নির্মূল সম্ভব। ইতিমধ্যে জেলাশাসকের সঙ্গেও বৈঠক হয়েছে। ডাঃ শোভন দে বলেন, এই স্বাস্থ্যজেলার ৮টি ব্লককে টিউবারকিউলোসিস ইউনিট হিসাবে বিবেচিত করেছি। রোগ নির্মূল করার জন্য প্রতি মাসে ইউনিটগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা কতজন রোগীর চিকিৎসা করাতে পারছেন সেটা আমরা নজরে রাখি। ময়ূরেশ্বর ২ ব্লক অত্যন্ত ভাল জায়গায় আছে।

রামপুরহাট

ঝাড়গ্রামে দুয়ারে চিকিৎসা শিবিরে গ্রামের মানুষের ভিড় বাড়ছে

প্রতিবেদন : রাজ্যের প্রান্তিক এলাকার মানুষদের জন্য গ্রামে গ্রামে দুয়ারে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে সরকারের উদ্যোগে চালু হয়েছে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাযান। গত শুক্রবার ঝাড়গ্রামেও জেলা স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে ৪টি মোবাইল মেডিক্যাল ভ্যান চালু করা হয়েছিল। শনিবার থেকেই সেগুলি ব্লকে ব্লকে গিয়ে শিবির বসিয়ে কাজ শুরু করে দেওয়ায় চিকিৎসা পরিষেবা নিতে ভিড় করছেন সেই সব এলাকার মানুষজন। এই সব মোবাউল মেডিক্যাল ভ্যানের সঙ্গে থাকছেন চিকিৎসক, নার্স, মেডিক্যাল অ্যাটেন্ড্যান্টরা। সেখানে নিখরচায় ডাক্তারের পরামর্শ এবং ওষুধপত্রও পাচ্ছেন গ্রামীণ মানুষ। ভ্যানগুলির মধ্যেই থাকছে জরুরি ভিত্তিতে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করে নেওয়ার জন্য অত্যাধুনিক ল্যাব। সেগুলির পরিচালনায় থাকছেন দক্ষ টেকনিশিয়ানরা। ডাক্তারবাবুদের পরামর্শমতো সেখানেই রোগীদের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে নেওয়া চলছে। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহের তিনজিন শনি, সোম ও মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন ব্লকে আয়োজিত ১২টি শিবিরে ছিল জেলার জন্য বরাদ্দ ৪টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাযান। সেখানে ওই তিন দিনে প্রায় দেড় হাজার মানুষ পরিষেবা নিয়েছেন। বেলপাহাড়ির ভ্রাম্যমাণ শিবিরে আসা চাকাডোবার এক বাসিন্দার কথায়, শরীর খারাপ হলে এতদিন বাসে বেলপাহাড়ি বা ঝাড়গ্রামে যেতে হত। ডাক্তারবাবুদের দেখালেই তাঁরা রিপোর্ট করাতে বলেন। তাই দূরে ডাক্তার দেখাতে যাওয়ায় নানা সমস্যায় পড়তে হত। মুখ্যমন্ত্রী গ্রামেই শিবিরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়ায় ভীষণ উপকার হল। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, জেলায় চিকিৎসা পরিষেবার খামতি এই শিবিরগুলির মাধ্যমে দূর করা হবে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের টেঙ্গিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং কালাঝরিয়া আইসিডিএস কেন্দ্রের বাইরে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা শিবির পরিদর্শন করে যান বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা-সহ ঝাড়গ্রামের বিডিও জয় আহমেদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দেবব্রত সাহা।

■ শিবির পরিদর্শনে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা।

যতীন্দ্রমোহন ১৪৮

প্রতিবেদন : নদিয়ার ভূমিপুত্র কবি, বিখ্যাত 'কাজলাদিদি'-স্রষ্টা যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ১৪৮তম জন্মদিনে বৃহস্পতিবার নদিয়ার সীমান্তবর্তী গ্রাম যমসেরপুরে তাঁর জন্মভিটেয় স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল আবৃত্তি চর্চাকেন্দ্র কথাশিল্প এবং স্থানীয় দর্পণ মুখের খোঁজে পত্রিকা। কথায়-গানে সংস্থার শিল্পীরা-সহ কর্ণধার পীতম ভট্টাচার্য বরেণ্য এই কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

১০
২৮ নভেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

আমার বাংলা

28 November, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসআইআর আতঙ্কে বহু মানুষ অনেকেরই নাম নেই তালিকায়

ভোটার কার্ড হাতে বাচ্চু ও পঞ্চমী হোমরায়। মাঝে, কর্ণবালা অধিকারী। ডানদিকে, জীবন দাস দেখাচ্ছেন ভোটার তালিকায় তিনি মৃত।

নিউজ ব্যুরো : এসআইআর নিয়ে নানা সমস্যায় জেরবার সাধারণ মানুষ। কোথাও মৃত মায়ের নামে ফর্ম এসেছে, ছেলের নাম নেই, তো কোথাও তালিকায় নাম নেই দম্পতির। এমনকী ২০০২-এর তালিকায় নাম আছে, অথচ এখন নেই! তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে গিয়ে ভোটাররা যেমন সমস্যায়, তেমনই প্রবল চাপে বিএলওরা।

আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের পশ্চিম নারারথলির ১০/১৫৪ বুথের সাধারণ কৃষক জীবন দাস পেশায় কৃষিজীবী। ৫৪ বছরের সেই জীবনকে মৃত ঘোষণা করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তিনি প্রায় সরকারি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছিলেন। আবাস যোজনার প্রথম তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও ঘরের টাকা না পেয়ে খোঁজ করে জানতে পারেন তিনি মৃত। এদিকে ২০২৩-এ প্রয়াত তাঁর মায়ের নামে কাগজ এসেছে। বিএলও ভরসা দিয়েছেন, জীবনের বিধানসভা ভোটের আগেই নাম তোলার ব্যবস্থা করবেন।

মাথাভাঙা শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে এক দম্পতির নাম নেই ২০০২-এর ভোটার তালিকায়। তা নিয়ে চিন্তিত বাচ্চু হোমরায় ও পঞ্চমী হোমরায়। বাচ্চু ১৯৯৫ সাল থেকে ভোট দেন মাথাভাঙা পুর এলাকায়। ১৯৯৫ বা ২০২৫ সালেও নাম রয়েছে। কিন্তু কীভাবে ২০০২-এর তালিকা থেকে নাম বাদ গেল স্বামী-স্ত্রী বুঝতে পারছেন না।

২০০২ সালে ভোট দিয়েও ২০২৫-এর ভোটার তালিকা থেকে উধাও নাম। মেলেনি এনুমারেশন ফর্মও। প্রবল দুশ্চিন্তায় ধূপগুড়ির কর্ণবালা অধিকারী। মাগুরমারি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম মল্লিকপাড়ার বাসিন্দা। ১৫/১৩৭ নং বুথের পুরনো ভোটার তিনি। অভিযোগ, ২০২২ থেকে ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নেই। ফলে গত পঞ্চায়েত নির্বাচন ও বিধানসভা উপনির্বাচনেও ভোটও দিতে পারেননি। দাদা নির্মল রায় জানান, বহুবার ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত দফতরে যোগাযোগ করেও কোনও সুরাহা হয়নি। বিডিও শরন তামাংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

সালিশিসভা রণক্ষেত্র, হাঁসুয়ার কোপে নিহত ১

গ্রামে উত্তেজনা থাকায় পুলিশের টহলদারি।

সংবাদদাতা, মালদহ : গঙ্গানদীর চর এলাকায় ভুট্টা খেতে ট্রাক্টর চালানোকে কেন্দ্র করে কালিয়াচক ১ নং ব্লকের রাজনগর মডেল মাদ্রাসায় ডাকা সালিশি বৈঠকই শেষ পর্যন্ত রণক্ষেত্রে পরিণত হল। অভিযোগ, বুধবার একটি ট্রাক্টর খেতের ভুট্টা নষ্ট করে দেয়। তারপর থেকেই দু'পক্ষের মধ্যে চরম উত্তেজনা চলছিল। বিষয়টি মেটাতে বৃহস্পতিবার সকালে এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে সালিশিসভা বসে। কিন্তু বৈঠক শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই কথা-কাটাকাটি ও তর্ক-বিতর্ক ভয়াবহ আকার নেয়। একে অপরের উপর লাঠি ও হাঁসুয়া নিয়ে চড়াও হয়। মুহূর্তে এলাকার মানুষ আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করেন। সঙ্ঘর্ষে মোট ছ'জন আহত হন। আহতদের দ্রুত কালিয়াচক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যু হয়। মৃতের নাম একরামুল শেখ (৩৫), আরেক গুরুতর আহত বাদশা শেখকে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা চলছে সিলামপুর গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। খবর পেয়ে কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়জাল রেজার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এখনও পর্যন্ত সাতজনকে আটক করা হয়েছে। এলাকায় টানটান উত্তেজনা থাকলেও বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। উল্লেখ্য, গত এক সপ্তাহে জমিবিবাদ, দুষ্কৃতী হামলা, গুলি ও ভাঙচুর-সহ সাতটি ঘটনায় কালিয়াচকের বিভিন্ন এলাকায় ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। নিত্যদিনের ঘটে যাওয়া এসব ঘটনায় চরম আতঙ্ক তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

স্কুলে দুই ছাত্রকে রডপেটা অভিভাবকদের বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, বোলপুর : সপ্তম শ্রেণির দুই ছাত্রকে স্টিলের পাইপ এবং চড়থাপ্পড় মারা হয়েছে। এমনই অভিযোগ তুললেন অভিভাবকেরা। বীরভূমের বোলপুর নবনালন্দা স্কুলে। চারদিন আগে এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রের অভিভাবক স্কুলে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় বৃহস্পতিবার তাঁরা স্কুলে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পাশাপাশি স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগও জানিয়েছেন তাঁরা। এক অভিভাবক সোমা মিত্র জানিয়েছেন, স্কুলছুটির সময় আমার ছেলে এবং তার এক বন্ধু নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা করছিল। সেই সময় শাশ্বত নামে এক শিক্ষক ওদের উপরে ল্যাবে নিয়ে গিয়ে একজন আরেকজনকে চড় মারতে বলে। যেহেতু দুজন বন্ধু, তারা অস্বীকার করে। তখন অভিষেক নামে আরেকজন শিক্ষক একজনকে এত জোরে চড় মারেন যে সেখানেই সে মাটিতে পড়ে যায়। তারপরে স্টিলের পাইপ দিয়ে দুজনকে বেধড়ক মারা হয়। অভিযোগ, অভিভাবকদের চাপে প্রধানশিক্ষক বিষয়টি দেখছি বলে এড়িয়ে যান। স্কুলের গৌরগোপাল ঘোষ জানিয়েছেন, ছাত্রের মা সোমা মিত্রকে বলেছি লিখিত অভিযোগ দিতে। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখব। প্রয়োজনে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সিসিটিভিতে দেখা গিয়েছে ওই ছাত্রদের শিক্ষক স্টিলের পাইপ দিয়ে প্রহার করছেন। অভিযুক্ত শিক্ষকের যুক্তি, একজন শিক্ষক শাসন করবে এটা স্বাভাবিক। তাই বলে ছাত্রের উপর অত্যাচার কখনোই মেনে নেওয়া যাবে না।

আদিবাসী এলাকা ঘুরে দেখলেন সরকারি কর্তা

এলাকা ঘুরে দেখছেন ছোটেন ডি লামা।

সংবাদদাতা, ডেবরা : ডেবরার একাধিক আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা বৃহস্পতিবার ঘুরে দেখলেন অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ছোটেন ডি লামা। কোথাও আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে বৈঠক, তো কোথায় আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার রাস্তা ঘুরে দেখেলেন তিনি। এদিন ডেবরা ব্লকের ৩ নং সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আবদালিপুর এলাকায় আম্বেদকর ল্যাম্পস লিমিটেডের কার্যালয়ে উপস্থিত হন। শতাধিক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অভাব-অভিযোগ জানার চেষ্টা করেন। সঙ্গে ছিলেন এটিএম জেলা পরিষদ সন্দীপ টুডু, খড়্গপুরের মহকুমাশাসক সুরভী সিংলা, ডেবরার বিডিও প্রিয়ব্রত রাড়ি, জয়েন্ট বিডিও দেবাশিস বিশ্বাস প্রমুখ। এরপর ডেবরা অর্জুন এলাকায় আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার মানুষজনের জন্য তৈরি হওয়া ঢালাই রাস্তাও পরিদর্শন করেন তিনি।

অবৈধ সোনাপাচার করে পাওয়া ১৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার, ধৃত এক

সংবাদদাতা, বর্ধমান : চলন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের জেনারেল কামরা থেকে নেমে পড়া এক ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হল নগদ ১৮ লক্ষ টাকা। বর্ধমান স্টেশনে। আরপিএফ সিআইবি রজত রঞ্জন জানিয়েছেন, বুধবার দুপুর ৩টে ১৫ নাগাদ ডাউন অকালতখত্ এক্সপ্রেস বর্ধমান স্টেশনের ৫ নং প্ল্যাটফর্ম দিয়ে পেরিয়ে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তি জেনারেল কামরা থেকে চলন্ত অবস্থায় নেমে পড়েন। অকালতখত্ এক্সপ্রেসের বর্ধমানে স্টপেজ নেই। আরপিএফের হেড কনস্টেবল ইন্দ্রজিৎ অধিকারী ওই ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পর তার ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ৫০ হাজার টাকার ৩৬টি ৫০০ টাকার বান্ডিল। জেরায় ধৃত ব্যক্তি জানায় তার নাম শঙ্কর কোটাল। বাড়ি হুগলির খানাকুলের পশ্চিম ঠাকুরানীপুরে। জেরায় সে জানায়, কলকাতার সিঁথির মোড়ে একটি অবৈধ স্বর্ণব্যবসা দলের সঙ্গে সে জড়িত। ওই দলের সদস্য রাজেশ কোটালের নির্দেশে সে ২৫ নভেম্বর পাটনায় সোনা পৌঁছে দিয়েছিল, যার বিনিময়ে সে প্রবীণ কুমারের কাছ থেকে ১৮ লক্ষ টাকা পেয়েছিল। রজত জানিয়েছেন, ধৃত ব্যক্তি নগদ এই টাকার বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় আটক করে আয়কর দফতরের হাতে দেওয়া হয়েছে। ট্রেনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে এবং সোনা, রুপো এবং অবৈধ জিনিসপত্রের চলাচল রোধের জন্য আরপিএফ সিআইবি বর্ধমান এবং আরপিএফ বর্ধমান যৌথভাবে বর্ধমান স্টেশনে তল্লাশি চালায়। বুধবার ওই ব্যক্তি ধরা পড়ে।

থানায় ধৃত ও উদ্ধার হওয়া টাকা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাক গুপ্তচর সন্দেহে মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে একটি হোটেল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে কল্পনা ভাগবত নামে এক মহিলাকে। এদিকে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইকে তথ্য পাচারের অভিযোগে হরিয়ানা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে রিজুয়ান নামে এক আইনজীবীকে

নির্বাচন কমিশনের অ্যাপ কারচুপির নয়া কৌশল? প্রশ্ন তৃণমূলের

নয়াদিল্লি: কমিশনের অ্যাপের বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায়? এটা ভোটার তালিকায় কারচুপির কোনও নয়া অপকৌশল নয়তো বিজেপি-কমিশনের? প্রশ্ন তুলল তৃণমূল। একদিকে রাজ্যের বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মারফত রাজ্যে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর থাকা সত্ত্বেও নতুন করে ভোটার তালিকা তৈরির জন্য লোক নিয়োগ শুরু করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষ ও বিএলও-দের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নতুন এআই অ্যাপ। নির্বাচন

কমিশনের বড়াই করে প্রচার চালানো এই অ্যাপ নিয়েই এবার প্রশ্ন তুলল বাংলার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতিবার কমিশনের এক-একটা কারচুপি ধরা পড়ার পরে তা নিয়ে কাটাছেঁড়া চলে। এবার অ্যাপ নির্ভর ভোটার তালিকা তৈরি চলাকালীনই এই অ্যাপের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সমাজমাধ্যমে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখেল। বাড়ি বাড়ি এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপ চলাকালীন বিএলও-দের যে অ্যাপে ভোটারদের সব তথ্য তুলতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা সরাসরি কমিশনের ইলেক্ট্রনিক খাতায় তালিকাভুক্ত হবে। সেই অ্যাপের মাধ্যমেই না কি ভুয়ো ভোটার যাচাই হবে। যেখানেই ডুপ্লিকেট ভোটারের সম্ভাবনা তৈরি হবে, সেখানেই এই অ্যাপই তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার কাজ করবে।

এখানেই তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখেলর তিনটি প্রশ্ন। নির্বাচন কমিশন তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই অ্যাপ ও তার কার্যকারিতা সম্পর্কে কোনও বিস্তারিত তথ্য পেশ করেনি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে প্রথমত, এই অ্যাপের নির্মাতা ও বিক্রেতা কারা? দ্বিতীয়ত, এআই সংক্রান্ত যোগ্যতামানগুলি কি এই অ্যাপ পাশ করেছে? তৃতীয়ত, বর্তমানের পিডিএফ সফটওয়্যারের মাধ্যমেই যখন ডুপ্লিকেট ভোটার খোঁজা সম্ভব, তখন এই এআই অ্যাপের নতুন করে কী প্রয়োজন?

আর এই সব প্রশ্নই উঠেছে কমিশনের পুরনো কারচুপির ঘটনা থেকেই। সমাজমাধ্যমে সাকেত সেই ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, ২০১৯ সালে মুখোশ খুলে দিয়েছিল কমিশনের যখন, মহারাষ্ট্রে বিজেপির আইটি সেলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি সংস্থাকে দিয়ে কাজ করিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সেই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, এই এআই অ্যাপ সংক্রান্ত তথ্যে কেন এত গোপণীয়তা অবলম্বন করছে কমিশন? কী নিশ্চয়তা রয়েছে যে এই অ্যাপ বিজেপির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোথাও তৈরি হয়নি? যে ধরনের সন্দেহজনক পদ্ধতিতে এই এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাতে কমিশনের জিরো স্বচ্ছতা প্রমাণিত হয়েছে। ইসিআই কেন নিজেদের স্বচ্ছতা প্রমাণ করতে পারছে না?

বাংলাকে বঞ্চনার প্রতিবাদে সংসদীয় কমিটিতে ঝড় তুলল তৃণমূল

বিপর্যয় মোকাবিলায় ৫৩,৬৯৬ কোটি আটকে রেখেছে বিজেপি

নয়াদিল্লি: বিপর্যয় মোকাবিলা খাতে বাংলার প্রাপ্য বিশাল অঙ্কের টাকা কেন আটকে রেখেছে মোদি সরকার? কেন্দ্রের কাছে সরাসরি কৈফিয়ত দাবি করল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার এই ইস্যুতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে রীতিমতো ঝড় তুলল তৃণমূল। বঞ্চনা এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ এনে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করল বিজেপিকে। এই সংসদীয় কমিটিতে তৃণমূলের প্রতিনিধি ছিলেন রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তৃণমূলের অভিযোগ, বিপর্যয় মোকাবিলা খাতে বাংলার প্রাপ্য ৫৩ হাজার ৬৯৬ কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, বিজেপি শাসিত রাজ্য উত্তরাখণ্ড কিংবা ওড়িশার কোনও টাকা এই খাতে আটকে রাখা হয়নি। তৃণমূল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার কীভাবে দিনের পর দিন ধরে হতে হচ্ছে বাংলাকে। কিন্তু বারবার এ-বিষয়ে কেন্দ্রকে বলা সত্ত্বেও বিপর্যয় মোকাবিলা খাতে বকেয়া টাকা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। তৃণমূলের চাপে পড়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে মোদি সরকার। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান পদস্থ আমলাদের বলেন, কমিটির পরের বৈঠকে তাঁরা যেন বিস্তারিত রিপোর্ট এবং মতামত পেশ করেন। তারপরেই খতিয়ে দেখা হবে পুরো বিষয়টা। আলোচনা হবে বিস্তারিতভাবে।

বাংলাকে বঞ্চনার নমুনা

ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এবং সীমান্ত এলাকার প্রকল্প খাতে বকেয়া ৪০৯ কোটি টাকা।

২০১৯ ২০১৯ নভেম্বরে বুলবুল ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি বাবদ প্রাপ্য ৬৫১৮ কোটি টাকা।

২০২০ মে-তে আমফান সুপার সাইক্লোন খাতে কেন্দ্র দেয়নি ৩২৭৬৮ কোটি।

২০২১ মে মাসে ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে ক্ষতিবাবদ বাংলাকে বঞ্চনার অঙ্ক ৪,২২২ কোটি।

২০২৪ অক্টোবরে ঘূর্ণিঝড় ডানায় ক্ষতিবাবদ বাংলাকে দেওয়া হয়নি প্রাপ্য ১৬৮৫ কোটি টাকা।

২০২৪ সেপ্টেম্বরে বন্যা, নদীভাঙন এবং ভূমিধসে ক্ষতিবাবদ মেলেনি প্রাপ্য ৪২৩৩ কোটি টাকা।

২০২৪ মে-তে ঘূর্ণিঝড় রেমালে ক্ষতির অঙ্ক ১০৫০ কোটি হলেও কেন্দ্র থেকে মেলেনি একটি টাকা।

২০২৩ অক্টোবর- গ্লেসিয়াল লেক ফেটে বন্যায় ক্ষতির ১৮১ কোটি টাকা দেয়নি মোদি সরকার।

২০২১ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গে বন্যা এবং ধসে ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ১৪০২ কোটি টাকা পায়নি বাংলা।

২০২১ জুলাইতেও উত্তরবঙ্গের বন্যা এবং ধসে ক্ষয়ক্ষতি বাবদ প্রাপ্য ১২২৮ কোটি টাকাও দেয়নি বিজেপির কেন্দ্র।

সবমিলিয়ে বাংলাকে বঞ্চনা করা হয়েছে ন্যায্য পাওনা ৫৩,৬৯৬ কোটি টাকা থেকে। এই হল বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আসল রূপ।

ন্যায়সঙ্গত হতে হবে এসআইআর

নয়াদিল্লি: বিশেষ সংশোধনের প্রক্রিয়া অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত হওয়া দরকার। যেটা স্বচ্ছ, কমিশনকে সেটাই করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এটা ভোটার তালিকার কোনও রুটিন আপডেট নয়। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে বৃহস্পতিবার এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। বুধবারের পর এদিনও এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন দুই আইনজীবী কপিল সিব্বল এবং অভিষেক মনু সিংভি। সিব্বল প্রশ্ন তোলেন, কারও বাবার নাম ভোটার তালিকায় না থাকলে তার দায়িত্ব কেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপরে পড়বে। বিএলওদের পরিস্থিতি নিয়েও সওয়াল করেন কপিল সিব্বল। মামলার পরের শুনানি আগামী মঙ্গলবার।

বিজেপি অফিস তৈরির জন্য বৃক্ষনিধন অভিযান হরিয়ানা সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি: বিজেপির নতুন পার্টি অফিস হবে বলে ৪০টি গাছ কেটে ফেলল হরিয়ানার গেরুয়া সরকার। রাস্তা চওড়া করতেই আবাসিক এলাকায় এই বিশাল বৃক্ষনিধন অভিযান। আর তাতেই প্রবল ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট। তীব্র ভর্ৎসনা করল হরিয়ানা সরকার এবং নগরোন্নোয়ন সংস্থাকে। কড়া ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিল শীর্ষ আদালত। হরিয়ানা সরকারের বিরুদ্ধে কর্নালের একটি আবাসিক এলাকায় ৪০টি গাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ এনে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন সেনাবাহিনীর এক প্রাক্তন জওয়ান। সেই মামলার শুনানিতেই হরিয়ানা সরকারের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেন বিচারপতিরা। গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁরা বলেন, এই ক্ষতি কে পূরণ করবে? গাছ কাটার কারণ জানতে চান। শীর্ষ আদালতের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, উপযুক্ত কারণ ব্যাখ্যা করতে না পারলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে হরিয়ানা সরকার এবং নগরোন্নয়ন সংস্থার বিরুদ্ধে।

লক্ষণীয়, ১৯৭১-এর যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন কর্নেল দাবিন্দর সিং রাজপুত। গাছ কাটার বিরুদ্ধে প্রথমে হরিয়ানা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। দাখিল করেন রিট পিটিশন। কিন্তু সেই মামলা খারিজ হয়ে যাওয়ায় শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। অভিযোগ জানান, যাবতীয় আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আবাসিক এলাকায় পার্টি অফিস করার জন্য বিজেপিকে জমি দিয়েছে তাদেরই শাসিত হরিয়ানা সরকার। এখানেই শেষ নয়, রাস্তা তৈরির জন্য কেটে ফেলা হয়েছে ৪০টি পূর্ণবয়স্ক গাছ। পার্টি অফিসে যাতায়াতের জন্য চওড়া রাস্তা তৈরি করতে।

ভোট মিটতেই ভাঙন বিহারের শাসক জোটে

পাটনা: বিহারে ভোট মিটতেই ভাঙন এনডিএ জোটে। এবার বিজেপির শরিক দল কুশওয়ার দল ছাড়লেন একাধিক সিনিয়র নেতা। ঘটনার জেরে চাপে বিহারের শাসক শিবির। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রায়শই তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের 'পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি' নিয়ে আক্রমণ করে থাকে। কিন্তু এবার সেই একই অভিযোগ তাদের জোটসঙ্গী রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা (আরএলএম)-এর প্রধান উপেন্দ্র কুশওয়াকে বিপাকে ফেলেছে। উপেন্দ্র কুশওয়া তাঁর চার নিবাচিত বিধায়কের পরিবর্তে তাঁর ছেলে দীপক প্রকাশকে মন্ত্রী পদের জন্য বেছে নিয়েছেন, যিনি আদৌ বিধায়ক নন। এরপরেই বিদ্রোহ কুশওয়ার দলে। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে দলের সাতজন শীর্ষ নেতা আরএলএম থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং দলীয় প্রধানের বিরুদ্ধে 'পরিবারতন্ত্রকে প্রশ্রয়' দেওয়ার সরাসরি অভিযোগ এনেছেন। পদত্যাগকারীদের মধ্যে দলের সরকারিভাবে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী জিতেন্দ্র নাথও ছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন, আমি গত নয় বছর ধরে কুশওয়াজির সঙ্গে আছি এবং তাঁর রাজনীতি খুব ভাল বুঝি। যে ব্যক্তি একসময় নিজেকে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের উত্তরসূরি মনে করতেন, তিনি এখন নিজের দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চিত। যেহেতু তিনি নিজের কোনও ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন না, তাই মরিয়া হয়ে পরিবারকে তুলে ধরতে চাইছেন।

দেশ বিদেশ

28 November, 2025 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এবার সেনা অভ্যুত্থানের সাক্ষী হল পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গিনি বিসাউ। বুধবার রাতে ক্ষমতা দখল হয়েছে বলে জানিয়েছে সেদেশের সেনাকর্তাদের নতুন জোট। ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট উমারো সিসোকো এমবালোকে গ্রেফতার করা হয়েছে

ভারতের অংশকে দেখিয়ে বিতর্কিত মানচিত্র-সহ নোট প্রকাশ নেপালে

কাঠমান্ডু: ফের বিতর্ক তৈরি করল নেপাল সরকার। পাঁচ বছর আগে উত্তরাখণ্ডের একটি অংশকে নিজেদের বলে দাবি করেছিল নেপালের তৎকালীন ওলি সরকার। সেই সময় নতুন মানচিত্রও প্রকাশ করে তারা। সেই বিতর্কিত মানচিত্র দিয়ে ছাপানো নোট বর্তমান সুশীলা কারকি সরকারের আমলে ফের প্রকাশ করল নেপালের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। নেপালের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে বৃহস্পতিবারই ১০০ নেপালি রুপির নতুন এই নোট প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে ভারতের অংশযুক্ত সেই বিতর্কিত মানচিত্রই ছাপানো রয়েছে। ভারতের কালাপানি, লিপুলেখ এবং লিম্পিয়াধুরাকে ওই মানচিত্রে নিজেদের অংশ বলে দেখিয়েছে কাঠমান্ডু।

এর আগে কে পি শর্মা ওলির সরকারের আমলে নেপালের বিতর্কিত মানচিত্রটি তৈরি হয়েছিল। নেপালের পার্লামেন্টও তা সমর্থন করে। গত বছরের মে মাসে নেপাল রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের নোটেও সেই বিতর্কিত মানচিত্র ছাপানো হয়। নেপালের এই পদক্ষেপে শুরু থেকেই আপত্তি জানিয়ে

ওলির পথেই কারকি সরকার

আসছে ভারত। নেপাল নিজের মতো করে মানচিত্র বদল করছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লি। গত বছর নেপালের ব্যাঙ্কনোট বিতর্কেও আপত্তি জানায় ভারত। তখন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর জানান, নেপাল একতরফাভাবে এই পদক্ষেপ করেছে। কিন্তু তাতে বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না।

সম্প্রতি জেন-জি বিক্ষোভের চাপে নেপালে ওলি সরকারের পতন হয়েছে। দায়িত্ব নিয়েছে সুশীলা কারকির অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু ওলি সরকারের পতনের পরেও মানচিত্র বিতর্ক বহাল রাখল নেপাল। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত নতুন নোটে সই রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর মহাপ্রসাদ অধিকারীর। নতুন নোট প্রসঙ্গে নেপালের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের এক মুখপাত্রের দাবি, ১০০ নেপালি রুপির নোটে আগে থেকেই মানচিত্রটি রয়েছে। ১০০ নেপালি রুপি বাদে অন্য নোটগুলিতে তা নেই। প্রসঙ্গত, কালাপানি অঞ্চল নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত ব্রিটিশ আমল থেকেই। পাঁচ বছর আগে উত্তরাখণ্ডের একটি অংশকে নিজেদের বলে দাবি করেছিল নেপাল। নতুন মানচিত্রও প্রকাশ করেছিল। সেই বিতর্কিত মানচিত্র ছাপানো নোট ফের প্রকাশ করল নেপালের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক।

আফগান নাগরিকের হামলায় নড়েচড়ে বসল মার্কিন প্রশাসন

অনির্দিষ্টকাল ইমিগ্রেশন স্থগিত

ওয়াশিংটন: মার্কিন নাগরিকত্ব ও ইমিগ্রেশন পরিষেবা (ইউএসসিআইএস) বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছে যে তারা আফগান নাগরিকদের জন্য সমস্ত ইমিগ্রেশন অনুরোধ তাৎক্ষণিকভাবে স্থগিত করেছে। হোয়াইট হাউসের কাছে ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যদের ওপর এক আফগান নাগরিকের হামলার কয়েক ঘণ্টা পরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হল। ইউএসসিআইএস এক্সের একটি পোস্টে জানিয়েছে, নিরাপত্তা ও যাচাইকরণ প্রোটোকল পর্যালোচনা সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত। আমেরিকা এবং দেশের জনগণের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই সিদ্ধান্তের ফলে ২০২১ সালে তালিবান ক্ষমতা দখলের পর আসা আফগান অভিবাসীরা বর্ধিত যাচাই-বাছাইয়ের সম্মুখীন হতে পারেন। হোয়াইট হাউসের কাছে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সেনার ওপর গুলি চালানোর ঘটনাকে জঘন্য আক্রমণ এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বলে নিন্দা করেন ট্রাম্প। সেইসাথে মার্কিন রাজধানীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেন্টাগনকে অতিরিক্ত ৫০০ সেনা পাঠানোর নির্দেশ দেন। আক্রান্ত ব্যক্তিরা ছিলেন ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য। হোয়াইট হাউস থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়। হামলার পরপরই আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানালে পুরো এলাকাটি তাৎক্ষণিকভাবে লকডাউন করা হয়। হামলার সময় ট্রাম্প থ্যাঙ্কস গিভিং উপলক্ষে ফ্লোরিডায় তার মার-এ-লাগো ক্লাবে ছিলেন। হামলায় যুক্ত যে ব্যক্তির নাম প্রকাশিত হয়েছে, তিনি ২৯ বছর বয়সি আফগান নাগরিক রহমানুল্লাহ লাকানওয়াল। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। গোলাগুলির সময় তিনি নিজেও গুলিবিদ্ধ হন এবং কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তদন্তকারীরা মনে করছেন, তিনি একাই এই কাজ করেছেন।

হংকংয়ের সাতটি হাইরাইজ অ্যাপার্টমেন্টে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যু বেড়ে ৪৫। নিখোঁজ রয়েছেন ২৮০। হংকংয়ের উত্তরাঞ্চলের তাই পো জেলার ওয়াং ফুক কোর্ট এস্টেটের সাতটি হাইরাইজ অ্যাপার্টমেন্টে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতবাক বিশ্ব। নেটপাড়ায় মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়েছে একাধিক ভিডিও। আশঙ্কাজনক অন্তত ৩০ জন। দুর্ঘটনার পর দেশের 'সর্বোচ্চ বিপদ সংকেত' জারি করা হয়েছে বলে খবর।

দুর্নীতির মামলায় এবার পুত্র,কন্যা-সহ কারাদণ্ড হাসিনাকে

ঢাকা: ইউনুস জমানায় ফের হাসিনার সাজা ঘোষিত হল। এবার সপরিবারে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে কারাদণ্ডাদেশ দিল বাংলাদেশের আদালত। বঙ্গবন্ধু-কন্যাকে আগেই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। এবার তিনটি দুর্নীতির মামলায় রায় দিল বাংলাদেশের আদালত। ঢাকায় প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা-সহ তিনটি মামলায় সাত বছর করে মোট ২১ বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাসিনাকে। মামলায় হাসিনার পাশাপাশি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তাঁর পুত্র আমেরিকাবাসী সজীব ওয়াজেদ জয় এবং দিল্লিবাসী কন্যা সায়েমা ওয়াজেদ পুতুলও। তাঁদেরও সাজা ঘোষণা করেছে আদালত। জয়ের পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। হাসিনা-কন্যা পুতুলকেও পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরানের 'মৃত্যুর খবর' ভিত্তিহীন, জানাল পাকিস্তানের জেল কর্তৃপক্ষ

ইসলামাবাদ: পাকিস্তানের জেলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে খুন করার গুজব উড়িয়ে দিল আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষ। এই বিষয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার চলছে বলে পাল্টা তোপ দেগেছে পাক প্রশাসন। এক আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমকে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী তথা পিটিআই নেতা জেলের ভিতরে সুস্থ আছেন। তিনি সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। মৃত্যুর গুজব সম্পূর্ণ 'ভিত্তিহীন'।

রাষ্ট্রীয় উপহার বিক্রি এবং অন্যান্য দুর্নীতির অভিযোগ গত দু'বছর ধরে জেলবন্দি ইমরান। বুধবার বিকেল থেকে বিভিন্ন স্যোশাল মিডিয়ায় টপ-ট্রেন্ড হয়ে ওঠে ইমরানের মৃত্যু-গুঞ্জন। ইমরানের পরিবার ও দলের সমর্থকরা দাবি করতে

থাকেন, রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে নাকি ইমরানকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। পাশাপাশি এক্স হ্যান্ডলে 'আফগান টাইমস' রটিয়ে দেয় যে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। পরে বিভিন্ন মহলে এই গুজব ছড়ায়। জানা যায়, ইমরানের সঙ্গে তাঁর পরিবারকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। সাপ্তাহিক সাক্ষাতের সময় ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে আসা তিন বোনকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এরপরই পিটিআই নেতার তিন বোন আলেমা, উজমা এবং নওরিন খান জেলের বাইরে ১০ ঘণ্টা অবস্থান বিক্ষোভ করেন। এই ঘটনায় শোরগোল ছড়ায়। বাড়তে থাকে গুঞ্জন।

অবশেষে বৃহস্পতিবার গুজবে ইতি টানল জেল প্রশাসন। বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ইমরান খান সম্পূর্ণ সুস্থ। তাঁকে আদিয়ালা জেল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এই খবরেরও কোনও সত্যতা নেই। আদিয়ালা জেলের বাইরে বিক্ষোভরত ইমরানের বোন ও সমর্থকদের সঙ্গেও আলোচনায় বসে পুলিশ। তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হয় ইমরানের সঙ্গে যোগাযোগ করানোর। শেষমেশ এই আশ্বাসেই অবস্থান তোলেন ইমরানের তিন বোন ও পিটিআই নেতৃত্ব।

এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুমিছিল

(প্রথম পাতার পর)

সন্ধ্যায় অশোকনগরে কাজ করতে বেরিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে পা ভাঙল বিএলও চিরঞ্জিত মজুমদারের। অস্বাভাবিক কাজের চাপ। শেষ হয়ে আসছে নির্ধারিত সময়সীমাও। আবার তার মধ্যেই কাজ করছে না কমিশনের অ্যাপও! লাগাতার প্রচণ্ড কাজের চাপে বৃহস্পতিবার অসুস্থ হয়ে পড়েন রাসবিহারী বিধানসভার ৯৩ নং ওয়ার্ডের ২৫৬ নং পার্টের বিএলও প্রদীপ ভুক্তার। এনুমারেশন ফর্মের তথ্য অনলাইনে আপলোড করতে করতে এদিন দুপুরে আচমকাই অজ্ঞান হয়ে যান তিনি। তৃণমূলের বিএলএ-২ ও ৯৩ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মৌসুমি দাসের তৎপরতায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর বিএলওকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা অসুস্থ বিএলওকে কয়েকদিন সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন।

ওদিকে, হাসপাতালে কমিশনের তরফে অসুস্থ বিএলওকে দেখতে আসেন এক পদাধিকারী। তাঁদের সঙ্গে হাসপাতালে আসা অসুস্থ বিএলও-র সুপারভাইজারের ঝামেলা বাধে। অতিরিক্ত কাজের চাপ নিয়ে কমিশনের আধিকারিকদের মধ্যেই অশান্তির সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, বুধবার থেকেই অকেজো হয়ে রয়েছে কমিশনের এসআইআর অ্যাপ। ফলে এনুমারেশন ফর্মের তথ্য অ্যাপে আপলোডের কাজ এগোচ্ছে না। বিএলওদের অভিযোগ, বুধবার থেকে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে এসআইআর কাজে ব্যবহৃত অ্যাপ। ফলে তথ্য আপলোড কার্যত বন্ধ বললেই চলে।

বিরল এসএসসির নিরপেক্ষতা

(প্রথম পাতার পর) শিক্ষক নিয়োগ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তাই এই প্রক্রিয়াকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে বিরোধীরা এই কূটনৈতিক চাল অবলম্বন করছে বলেই মত তাঁর। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো এদিনই অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করেছে এসএসসি। শিক্ষামন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তালিকা প্রকাশ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। সেই মতোই এসএসসির তালিকায় দেখা গেল, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের অযোগ্য শিক্ষকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকায় ১৮০৬ জনের নাম রয়েছে। ৫৪ পাতার সেই তালিকায় অযোগ্য প্রার্থীর নাম, রোল নম্বর, তার শিক্ষকতা করার বিষয়, বাবার নাম, প্রার্থীর জন্ম সাল উল্লেখ করা রয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এই শীতেই ফের পর্দায় গল্প শোনাতে আসছে মিতিন মাসি। ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে শ্যুটিং। প্রকাশ্যে এসে গেছে কোয়েল মল্লিকের নতুন লুকও। ছবির পরিচালনায় অরিন্দম শীল এবং প্রযোজনায় সুরিন্দর ফিল্মস

লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল

বাংলা-বিনোদন দুনিয়ায় ইদানীং বেশ চর্চায় পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়। পিরিয়ডিক ছবির পর এবার মধ্যবিত্তের জীবনচর্চা নিয়ে মুক্তি পেল তাঁর দ্বিতীয় ছবি ‘লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল’। যাঁরা কাজ না করলে অচল মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবন সেই গৃহপরিচারিকাদের ইতিবৃত্ত নিয়ে হাজির পরিচালক। কেমন হল সেই ছবি? লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

‘বিনোদিনী একটি নটীর উপাখ্যান’-এর সাফল্যের পর সদ্য মুক্তি পেল পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় ছবি ‘লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল’। একটা সময় মুম্বইয়ে চুটিয়ে সাংবাদিকতা করতেন পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়। নামী ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছেন, লিখেছেন একাধিক বই। ছবি পরিচালনাতেও রেখেছেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর, পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কারও। যদিও সবটাই এতদিন ছিল বলিউড ঘিরে। এরপর টলিউডেও প্রথম ছবিতেই বাজিমাত করলেন। ছবির নাম ‘বিনোদিনী এক নটির উপাখ্যান’। রুক্মিণী মৈত্র অভিনীত বহুচর্চিত নটী বিনোদিনীর জীবনগাথা অবলম্বনে তৈরি এই ছবি মুক্তির পরেই কাঁপিয়েছে এবং কাঁদিয়েছে গোটা বাংলাকে। দর্শক, সমালোচক মহলে ছবিটি পেয়েছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। পরিচালক হিসেবে টলিউডে প্রথম ছবিতেই একশোয় একশো পেয়েছেন রামকমল।

সেই রেশ কাটতে না কাটতে আবার হইচই শুরু। মুক্তি পেল রামকমল মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় ছবি ‘লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল’।

লক্ষ্মীকান্তপুর, ক্যানিং, বজবজ, বনগাঁ লোকালে চড়ে ভিড়ের চাপে ঝাঁঝরা হয়ে দলবেঁধে নামা নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষদের শহুরে জটিলতায় নিরন্তর অভিযোজন করে চলার গল্প হল ‘লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল’। আসলে লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ট্রেনটি যেমন এক কঠিন বাস্তব, এই ছবিটাও তাই।

গল্পের শুরু শহর কলকাতার তিনটে পরিবারকে নিয়ে। ব্যাঙ্ককর্মী উৎপল এবং তার স্ত্রী লাবণ্য, ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপর্ণা এবং তার লেখক স্বামী অনির্বাণ, নতুন প্রজন্মের স্ট্রাগল করা গায়ক দীপ এবং তার বান্ধবী তিয়াসা। এই তিনটে পরিবারেই হঠাৎ গৃহসহায়িকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারও নিতান্ত সাংসারিক প্রয়োজনে, তো কারও অসুস্থ স্বামীর দেখভাল করতে, আবার কারও বৃদ্ধ বাবাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। কারণগুলো আপাতদৃষ্টিতে খুব সাধারণ মনে হলেও আজকের যুগে বহু গৃহস্থবাড়িতে এগুলোই এক একটা বড় সমস্যা। ফলে গৃহকর্মী ছাড়া গতি নেই। এমতাবস্থায় লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে আসা তিন গৃহকর্মী সরস্বতী, কল্যাণী এবং মালতীর প্রবেশ সেই তিনটি পরিবারে। তারা পরস্পরের বন্ধু, সহমর্মী এবং কঠিন জীবনযুদ্ধে শামিল। মমতাময়ী আয়া সেন্টার থেকে নিযুক্ত হওয়া অচেনা-অজানা এই তিন নারী কাজ করতে করতে কখন যেন সেই পরিবারগুলোর ভালয়-মন্দয়ে, সঙ্কটে, সমস্যায় একটু একটু করে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ঢুকে পড়লেও তারা কি একাত্ম হয়ে উঠতে পারে শহুরে মানসিকতার সঙ্গে? সমাজ কি তাঁদের গ্রহণ করে? এই ছবির প্রশ্ন এটাই।

সরস্বতী, কল্যাণী এবং মালতীর সঙ্গে ওই তিনটি পরিবারের, সম্পর্কের, ভালবাসার, টানাপোড়েনের এক সুন্দর অথচ বাস্তবচিত্র এঁকেছেন পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়।

এ-যুগে ‘আয়া সেন্টারের বা সেন্টারের আয়া’ শব্দগুলোর সঙ্গে আমরা খুব ফ্যামিলিয়র হয়ে গেছি। দিনে দিনে এরা হয়ে উঠেছে আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু এই গৃহকর্মীরাই যে-কোনওদিন কোনও ছবির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠতে পারে তা এই ছবি না দেখলে বোঝা যেত না! এমন মৌলিক ভাবনা বুঝি রামকমলই ভাবতে পারেন। দলবেঁধে শহরে আসা গ্রামের সহজ, সরল মানুষদের শহুরে জটিলতার মাঝে খাপ খাওয়ানোর গল্প এই ছবি। যা দেখতে বসলে প্রায় সব মানুষই নিজের পরিবারের সঙ্গে রিলেট করতে পারবে।

অনেকদিন পরে কোনও বাংলা ছবিতে একসঙ্গে এত তারকা সমাগম দেখতে পাওয়া গেল। ছবিতে উৎপলের ভূমিকায় কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় এবং স্ত্রী লাবণ্যের চরিত্রে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। ওঁদের দুর্দান্ত রসায়ন। বিয়ের ৩০ বছর পরেও তাঁদের মধ্যবিত্ত প্রেম অটুট। বাংলাদেশের প্রতি অদ্যম টান অনুভব করেন বাঙাল উৎপল। তার স্ত্রী লাবণ্য ঘটি। অবসরের ঠিক আগে ঘটে যায় এক বিপর্যয় সেই সূত্র ধরেই বাড়িতে আসে বাংলাদেশ থেকে ছিন্নমূল হওয়া কল্যাণী। এই চরিত্রে পাওলি দাম যেন জীবন্ত। দুর্দান্ত অভিনয়। বাঙাল-ঘটির যে সূক্ষ্ম তফাত সেটাও খুব সুন্দর তুলে ধরেছেন পরিচালক। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি দেখতে গেলে তিনি ভাল পরিচালক না দারুণ অভিনেতা— এটা নিয়ে সবসময় একটা প্রশ্ন থেকেই যায় মনে। আসলে দুটো ক্ষেত্রেই উনি অসাধারণ। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে নিয়ে আলাদা করে আর বলার কিছু নেই। অন্যদিকে আধুনিক যুগের অল্পবয়সি লিভ ইন কাপল দীপ আর তিয়াসা। যে চরিত্রে অভিনয় করেছেন জন ভট্টাচার্য এবং রাজনন্দিনী পাল। খুব সাবলীল, স্বচ্ছন্দ্য অভিনয় দুজনেরই। দীপ ও তিয়াসার বাড়ির আয়া সরস্বতীর চরিত্রে সায়নী ঘোষ দুর্দান্ত। ইংরেজির অ-টাও না-জানা অর্ধশিক্ষিত আয়া সরস্বতীর দুষ্টু-মিষ্টি সংলাপে, সিরিয়াস জীবনকে মজার ছলে কাটিয়ে দেবার, বাস্তবের মাঝে অবাস্তবের স্বপ্ন দেখার স্টাইল দেখে মনটা ভরে যায়। অন্যদিকে, অপর্ণা আর অনির্বাণের সংসার। অসুস্থ বাবার দেখভাল করতে আসা মালতী। মাতৃত্বের তৃষ্ণায় সে খুঁজে বেড়ায় ভালবাসার আশ্রয়। এই চরিত্রে রয়েছেন চান্দ্রেয়ী ঘোষ। মনে রাখার মতো তাঁর অভিনয়। একটি বিশেষ ভূমিকায় গরিব খেটে খাওয়া মানুষের জনপ্রতিনিধি হিসেবে দেখা যাবে মন্ত্রী মদন মিত্রকে। ছবির পরতে পরতে রয়েছে অনেক চমক আর শেষটায় কী হয় তা দেখতে যেতে হবে প্রেক্ষাগৃহে বসে। ছবির প্রযোজনায় অ্যাঞ্জেল ক্রিয়েশন এবং প্রমোদ ফিল্মস।

কেরিয়ার শেষ করে কমেন্ট্রি বক্সে জায়গা করেছিলেন। এবার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের নিলামে উঠছেন পীযূষ চাওলা

দামি দীপ্তি, অবিক্রিত হিলি

ডব্লুপিএল ৯ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি

প্রতিবেদন : সদ্য বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটাররা উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে (ডব্লুপিএল) কত দাম পান, সেদিকে নজর ছিল সবার। বৃহস্পতিবার নিলাম টেবলে বিশ্বজয়ী ১৩ জন ভারতীয় ক্রিকেটার মোট ২১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দাম পেলেন। সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হলেন বিশ্বকাপ ফাইনালের অন্যতম নায়ক দীপ্তি শর্মা। ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় ভারতীয় অলরাউন্ডার গেলেন তাঁর পুরনো দল ইউপি ওয়ারিয়র্সেই। রাইট-টু-ম্যাচ (আরটিএম) কার্ড দিয়ে ইউপি ফিরিয়ে নেন দীপ্তিকে। বড় চমক হল অ্যালিসা হিলির দল না পাওয়া। ছ'বারের বিশ্বকাপজয়ী তারকা নিলামে অবিক্রিত থাকলেন।

নিলাম টেবলে দীপ্তিকে নিয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে লড়াই চলছিল

ইউপি-র। শেষ পর্যন্ত আরটিএম-এর সুবিধা নিয়েই দীপ্তিকে দলে ফেরায় ভারতীয় তারকার হোম ফ্র্যাঞ্চাইজি। ডব্লুপিএলে স্মৃতি মান্ধানা এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার। গতবার তাঁকে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় কিনেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। দীপ্তি হলেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার।

নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কের নিলামে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দর পেলেন। তাঁকে ৩ কোটিতে নিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ভারতীয়দের মধ্যে নিলামে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দর পেলেন বিশ্বকাপজয়ী শিখা পাণ্ডে। তিনি দীপ্তির ইউপি ওয়ারিয়র্সে গেলেন ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায়। এছাড়াও বিশ্বকাপ জয়ী দলের আশা শোভানা, শ্রীচরনিও কোটি টাকায় বিক্রি হলেন। শ্রীচরনিকে কাড়াকাড়ি হয়েছে নিলামে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকায় দলে নেয় সৌরভের দিল্লি ক্যাপিটালস। আশা শোভানা ও ক্রান্তি গৌড় গেলেন ইউপিতে। বিশ্বজয়ী দলের পেসার রেণুকা সিং এবার খেলবেন গুজরাটের হয়ে। স্নেহ রানা ছিলেন দিল্লিতে। এবার তাঁকে দেখা যাবে দিল্লির জার্সিতে। দীপ্তিদের দলে এবার খেলবেন হারলিন দেওল। বাংলার মেয়ে পেসার তিতাস সাধু ৫০ লক্ষ টাকায় গেলেন গুজরাটে।

ডব্লুপিএলের চতুর্থ সংস্করণ হবে ৯ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি। নভি মুম্বই এবং বরোদায় হবে এবার খেলা। বৃহস্পতিবার ঘোষণা করল বিসিসিআই। কলকাতার মেয়ে সাইকা ঈশাককে ফিরিয়ে নিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

পারথের পিচ খুব ভাল : আইসিসি

দুবাই, ২৭ নভেম্বর : পারথে মাত্র দু'দিনেই নিষ্পত্তি হয়েছিল অ্যাসেজের প্রথম টেস্টের। যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। যদিও পারথের বাইশ গজকে দরাজ সার্টিফিকেট দিল আইসিসি। বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা জানিয়েছে, পারথের পিচ খুব ভাল। তবে আড়াই দিনে শেষ হওয়া ইডেন টেস্ট নিয়ে কোনও মতামত দেয়নি আইসিসি। যদিও ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজের দু'টি পিচকেই সন্তোষজনক আখ্যা দিয়েছে। ম্যাচ রেফারি রঞ্জন মাদুগালে নিজের রিপোর্টে জানিয়েছেন, পারথে ব্যাট এবং বলের উপভোগ্য লড়াই হয়েছিল। আইসিসির নিয়মে যে পিচে বল ভালভাবে ব্যাটে আসে, সিমের নড়াচড়া কম হয় এবং ধারাবাহিক বাউন্স থাকে, সেই পিচকে খুব ভাল আখ্যা দেওয়া হয়। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম শীর্ষ কর্তা জেমস আলসপ বলেছেন, ম্যাচ রেফারির রেটিং এটাই প্রমাণ করে যে, পারথের পিচে ব্যাট ও বলের সমান লড়াই দেখা গিয়েছে।

জয়ী শ্রীকান্ত

লখনউ : সৈয়দ মোদি ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। বৃহস্পতিবার তিনি আরেক ভারতীয় শাটলার সনিথ দয়ানন্দকে ২১-৬, ২১-১৬ গেমে হারিয়ে শেষ আটে উঠেছেন। তবে এদিনই মনরাজ সিংয়ের কাছে ১৫-২১, ১৯-২১ গেমে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন এইচ এস প্রণয়। এদিকে, মেয়েদের সিঙ্গলসে বড় চমক দিয়েছেন ভারতের তনভি শর্মা। প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জাপানের নাজোমি ওকুহারাকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন তনভি। তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ১৩-২১, ২১-১৬, ২১-১৯ ব্যবধানে বাজিমাত করেন তনভি। ম্যাচ জিততে তাঁর লেগেছে ৫৯ মিনিট। এবার তনভির সামনে হংকংয়ের লো সিন ইয়ান।

হকিতে জয়

ইপো : সুলতান আজলান শাহ হকিতে বৃহস্পতিবার নিউজিল্যান্ডকে ৩-২ গোলে হারাল ভারত। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দিয়েছিলেন অমিত রুইদাস। ৩২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অধিনায়ক সঞ্জয়। ৪২ ও ৪৮ মিনিটে পরপর দু'টি গোল করে নিউজিল্যান্ডকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন জর্জ বেকার। যদিও ৫৪ মিনিটে কার্তি সেলভামের গোলে জয় নিশ্চিত করে ফেলে ভারত। এদিনের জয়ের পর, ৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ফাইনালে ওঠার প্রবল দাবিদার হয়ে উঠল ভারতীয় হকি দল। রাউন্ড রবিন ম্যাচে ভারতের শেষ ম্যাচ কানাডার বিরুদ্ধে।

নাগালের হার

চেংডু : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ওয়াইল্ড কার্ড প্লে-অফ থেকে ছিটরে গেলেন সুমিত নাগাল। টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ বাছাই ভারতীয় টেনিস তারকা বৃহস্পতিবার কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গিয়েছেন চিনের বু ইউন চাওকেতের বিরুদ্ধে। শীর্ষ বাছাই চিনা প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে ২-৬, ২-৬ স্ট্রেট সেটে হেরে যান নাগাল। এই টুর্নামেন্ট জিততে পারলে, সরাসরি আগামী বছরের অস্ট্রেলিয়া ওপেনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতেন নাগাল।

বিগ ব্যাশে না, স্মৃতির পাশেই জেমাইমা

মুম্বই, ২৭ নভেম্বর : বিশ্বকাপ জিতেই জেমাইমা রডরিগেজ চলে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়াতে। ব্রিসবেন হিটের হয়ে বিগ ব্যাশ খেলতে। তবে তিনটি ম্যাচে খেলেই, ১০ দিনের ছুটি নিয়ে ভারতে ফিরেছিলেন স্মৃতি মান্ধানার বিয়েতে যোগ দিতে। আপাতত স্মৃতির বিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে গিয়েছে। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত বন্ধুর পাশে থাকার জন্য বিগ ব্যাশে না ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জেমাইমা। তাঁর আবেদন মেনে নিয়েছে ব্রিসবিন হিটও। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে দলের তরফে জানানো হয়েছে, বিগ ব্যাশের বাকি মরশুমের জন্য জেমাইমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ও সতীর্থ স্মৃতি মান্ধানার বিয়েতে যাওয়ার জন্য ছুটি নিয়েছিল। কিন্তু মান্ধানার বাবার অসুস্থতায় বিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেমাইমা সতীর্থের পাশে থাকার জন্য বিগ ব্যাশের শেষ চারটি ম্যাচ না খেলার জন্য আবেদন করেছিল। সেটা মঞ্জুর হয়েছে। গত ২৩ নভেম্বর সুরকার পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে বিয়ের কথা ছিল স্মৃতির। কিন্তু বিয়ের দিন সকালে হঠাৎ করেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন স্মৃতির বাবা। তখনই বিয়ে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে স্মৃতির হবু বর পলাশও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

ব্যর্থতার ব্যাখ্যা অশ্বিনের

চেন্নাই, ২৭ নভেম্বর : ঘরের মাঠে এখন বিদেশি স্পিনারদের সামলাতে হিমশিম খান ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। অতীতে এই ছবি ভাবাই যেত না। সাম্প্রতিক দুই সিরিজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, স্পিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটারদের টেকনিকে গলদ। গত বছর ০-৩ হোয়াইটওয়াশ হওয়া নিউজিল্যান্ড সিরিজে দুই স্পিনার মিচেল স্যান্টনার এবং আজাজ প্যাটেলের বিরুদ্ধে যেভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন ভারতীয় ব্যাটাররা, ঠিক একইভাবে এবার দক্ষিণ আফ্রিকার সাইমন হার্মার, কেশব মহারাজদের সামনেও বিপদে পড়েছেন ঋষভ পন্থরা। কেন এখন স্পিনের বিরুদ্ধে দুর্বল ভারতীয় ব্যাটাররা, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

ভারতীয় ব্যাটারদের সমালোচনা করেও অশ্বিন

বলেছেন, এখন আমরা স্পিনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে দুর্বল দলগুলির অন্যতম। কিন্তু রাতারাতি এটা হল কী করে? এর একটা কারণ আছে। আগেও আমরা এই নিয়ে কথা বলেছি। প্রাক্তন টেস্ট তারকা যোগ করেন, আমাদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট নিরপেক্ষ পিচ কিউরেটররা নিয়ন্ত্রণ করেন প্রতিটি মাঠেই। নিরপেক্ষ কিউরেটর রাখার কারণ, খারাপ পিচে যেন খেলা না হয় তা নিশ্চিত করা। একইসঙ্গে পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধে আমাদের ব্যাটারদের খেলার দক্ষতা বাড়ে। উদ্দেশ্য ভাল। কিন্তু এতে আবার স্পিনের বিরুদ্ধে ব্যাটিং দক্ষতায় দুর্বলতা ধরা পড়ে। এই কারণে আমরা এখন বিদেশে ভাল খেলি। তবে ঘরের মাঠে স্পিনও ভাল খেলতে হবে।

বাজবলকে তোপ দাগলেন বোথাম

ব্রিসবেনে ফিরছেন অধিনায়ক কামিন্স

লন্ডন, ২৭ নভেম্বর : অ্যাশেজে প্রথম টেস্টে ভাল জায়গায় থেকেও পারথে পেসারদের স্বর্গরাজ্যে মাত্র দু'দিনেই হেরে গিয়েছে ইংল্যান্ড। ব্রিসবেনে দিন-রাতের দ্বিতীয় টেস্টে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে যখন প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বেন স্টোকসরা, তখন ইংল্যান্ডের বাজবল ক্রিকেটের সমালোচনায় কিংবদন্তি ইয়ান বোথাম। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন তারকা অলরাউন্ডার মনে করছেন, যদি এই মানসিকতা না পাল্টান স্টোকসরা, তাহলে ০-৫ চুনকামের মুখেও পড়তে হতে পারে দলকে।

বোথাম বলেছেন, ভয়াবহ ক্রিকেট। ইংল্যান্ডকে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে হবে। আমি শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছি যে, এটাই আমাদের খেলার ধরন। আবারও এই কথা শুনলে হয়তো টিভিতে কিছু একটা ছুঁড়েই মারব।

প্রাক্তন অলরাউন্ডার স্টোকসদের সতর্ক করে বলেছেন, যদি এভাবেই খেলতে থাকো, নিজেদের খেলার ধরন না বদলাও, তাহলে তোমরা ০-৫ হেরে দেশে ফিরে যাবে। আমার মুখে এ সব কথা শুনতে ওদের খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু ওদের এটা বুঝতে হবে। ইংল্যান্ডের জার্সি পরে যারা খেলছে, তাদের কাছ থেকেই আমি গর্বিত হতে চাইছি।

জো রুট ও বিগ বেনের কাছ থেকে আরও ভাল ক্রিকেট আশা করছেন বোথাম। তিনি বলেন, এখানে তোমরা কী করে দেখাতে পারলে সেটাই মানুষ মনে রাখবে। জো ৩৯টা সেঞ্চুরি করেছে। এখানেও ও সফল হতে চায়। সেটা শুধু জিতলেই হতে পারে। অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর মতো তৃপ্তি আর হয় না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসাবে দাবা বিশ্বকাপ জয় উজবেকিস্তানের জাভোখির সিন্দারভের

মাঠে ময়দানে

28 November, 2025 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৮ নভেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

জোড়া সোনা

প্রতিবেদন : ইটানগরে ৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমসে ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় বাংলার মেয়েদের জয়জয়কার। অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে ৪৪ কেজিতে সোনা জিতেছে হাওড়ার খাসমোড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী তিতলি মাজি। ৪৮ কেজি বিভাগে সোনা জয় হাওড়ার দেউলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী রিমা মাজি। এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তিতলি ও রিমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

স্কুল যোগাসন

প্রতিবেদন : ৬৯তম রাজ্য স্কুল গেমসে অনূর্ধ্ব ১৪ ছেলে ও মেয়েদের বিভাগের যোগাসন প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেরা হল ঐশানি বেরা, প্রিয়তোষ কুইতি, পূরবী সাহা, সমৃদ্ধ মুখোপাধ্যায়রা। ছেলেদের আর্টিস্টিক পেয়ারে প্রথম হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের কৌশান মণ্ডল ও প্রিয়তোষ কুইতি। মেয়েদের আর্টিস্টিক পেয়ার যোগাসনে প্রথম নদিয়ার পূরবী সাহা ও সোনাক্ষী বিজলী। ছেলেদের রিদমিক পেয়ার বিভাগেও প্রথম পূর্ব মেদিনীপুরের প্রিয়তোষ এবং কৌশান। ছেলেদের ট্র্যাডিশনাল সিঙ্গলসে প্রথম পুরুলিয়ার সমৃদ্ধ মুখোপাধ্যায়। এই বিভাগে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের ঐশানি বেরা। অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে ছেলেদের আর্টিস্টিক যোগাসনে সিঙ্গলসে প্রথম হয়েছে নদিয়ার আয়ুষ ভৌমিক। এই বিভাগে মেয়েদের মধ্যে প্রথম অরন্যা হুতাইত।

সন্তোষের ট্রায়াল

প্রতিবেদন : সন্তোষ ট্রফির জন্য বাংলা দলের ফুটবলার নির্বাচন করতে ট্রায়াল শুরু হল বৃহস্পতিবার। বাংলার কোচ সঞ্জয় সেনের অধীনে মহামেডান মাঠে প্রথম দিন ট্রায়ালে ছিলেন প্রথম ডিভিশন কলকাতা লিগের বিভিন্ন ক্লাবের প্রায় ৪৫ জন ফুটবলার। ফুটবলারের সংখ্যা দেখে খুশি নন কোচ সঞ্জয়। প্রায় ৮০-৯০ জন ফুটবলারের আসার কথা থাকলেও সংখ্যাটা প্রায় অর্ধেক হওয়ায় হতাশ বাংলার কোচ। কয়েকদিন পর প্রিমিয়ারের ফুটবলারদেরও ট্রায়ালে দেখবেন সঞ্জয়।

এমবাপের চার গোলে রুদ্ধশ্বাস জয় রিয়ালের

জিতল পিএসজি, হার লিভারপুল-বায়ার্নের

পাইরেউস ২৭ নভেম্বর : একাই চার গোল করলেন কিলিয়ান এমবাপে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম হ্যাটট্রিকের নজিরও গড়লেন। এমবাপের দাপটে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অলিম্পিয়াকোসকে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।

অ্যাওয়ে ম্যাচে ৮ মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল রিয়াল। গোল করেন অলিম্পিয়াকোসের চিকিনহো। কিন্তু এর পরেই এমবাপে-ম্যাজিক! ২২, ২৪ ও ২৯ মিনিটে--মাত্র ৬ মিনিটে ৪২ সেকেন্ডে ব্যক্তিগত হ্যাটট্রিক করে দলকে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন ফরাসি তারকা। প্রসঙ্গত, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দ্রুততম হ্যাটট্রিকের রেকর্ড ৬ মিনিট ২১ সেকেন্ড। যা এখনও রয়েছে মহম্মদ সালাহর দখলে।

দ্বিতীয়ার্ধে (৫২ মিনিট) অলিম্পিয়াকোসের হয়ে ব্যবধান ২-৩ করেছিলেন মেহদি তারেমি। যদিও ৬০ মিনিটে ব্যক্তিগত চতুর্থ তথা রিয়ালের ষষ্ঠ গোলটি করেন এমবাপে। ৮১ মিনিটে অলিম্পিয়াকোসের আয়ুব এল কাবি ৩-৪ করলেও, দলের হার এড়াতে পারেননি। ম্যাচের পর উচ্ছ্বসিত এমবাপে বলেন, গোল করতে সব সময়ই ভাল লাগে। দল জিতলে সেই আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে যায়। সতীর্থরা দারুণ সব বল বাড়িয়েছে। যা থেকে গোল করতে না পারাই ছিল কঠিন। রিয়ালের মতো ক্লাবে খেলতে পেরে আমি গর্বিত। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এই নিয়ে পাঁচটি হ্যাটট্রিক করে ফেললেন এমবাপে। সবথেকে বেশি আটটি করে হ্যাটট্রিকের রেকর্ড রয়েছে লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দখলে।

এদিকে, লিভারপুলের দুঃসময় যেন কাটতেই চাইছে না। এবার ঘরের মাঠে পিএসভি আইন্দোভেনের কাছে ১-৪ গোলে বিধ্বস্ত হলেন সালাহরা। ম্যাচে ইভান পেরিসিচের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আইন্দোভেন। ডমিনিক সোবোজলাইয়ের গোলে লিভারপুল সমতা ফেরালেও, গাল টিল এবং কুহাইব ড্রিউয়েচের জোড়া গোলে জয় নিশ্চিত করে ফেলে আইন্দোভেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য একটি ম্যাচে টটেনহ্যাম হটস্পারকে ৫-৩ গোলে হারিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি। হ্যাটট্রিক করেন পিএসজির ভিতিনহা। বাকি দু'টি গোল ফাবিয়ান রুইজ ও উইলিয়ান পাচোর। বায়ার্ন মিউনিখ আবার ১-৩ গোলে হেরে গিয়েছে আর্সেনালের কাছে।

এমবাপেকে নিয়ে উচ্ছ্বাস ভিনিসিয়াসের।

নতুন বিদেশি নিতে পারবেন না লোবেরা

প্রতিবেদন : মোহনবাগানে সের্জিও লোবেরা যুগ শুরুর অপেক্ষা। গতবারের আইএসএল লিগ-শিল্ড ও কাপ জয়ী মোহনবাগানের চলতি মরশুম এখনও পর্যন্ত প্রত্যাশা অনুযায়ী না এগোলেও নতুন কোচের আগমনে ভাগ্য বদলাবে দলের, আশায় সমর্থকরা। আইএসএল নিয়ে জট কাটার মুখে। ভারত সরকারের উদ্যোগে আপাতত এবারের মতো আইএসএল আয়োজনের ব্যবস্থা হচ্ছে। জানুয়ারির প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে দেশের সর্বোচ্চ লিগ শুরু হতে চলেছে বলেই জানা গিয়েছে।

প্রস্তুতি আলবার্তোর

রবিবার ৩০ নভেম্বর থেকে কাজ শুরু করে দিচ্ছেন জেসন কামিন্স, মনবীর সিংদের নতুন হেডস্যার। প্রথম দিন জিম সেশন এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সোমবার থেকে যুবভারতীর অনুশীলন গ্রাউন্ডে প্রস্তুতিও শুরু হয়ে যাবে। তবে ছুটিতেও কামিন্স, আলবার্তোরা নিজেদের ফিট রাখার জন্য অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

দেশি-বিদেশি ফুটবলাররা রবিবারের মধ্যেই শহরে চলে আসবেন। দেরিতে লিগ শুরুর কারণে এবার সিঙ্গল লেগের ছোট আইএসএল হওয়ার সম্ভাবনা। একটিমাত্র প্রতিযোগিতার জন্য বাড়তি খরচে নারাজ ম্যানেজমেন্ট। তাই ইচ্ছা থাকলেও বাকি মরশুমের জন্য পছন্দের বিদেশি নিতে পারবেন না লোবেরা। নতুন কোচকে বাগান ম্যানেজমেন্ট এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার চোটের কারণে ছিটকে গেলেই বিকল্প নেওয়া সম্ভব। তবে নিজের এক সহকারী নিয়ে শহরে আসছেন লোবেরা।

ডেম্পো ম্যাচে নামছেন রশিদরা

প্রতিবেদন : সুপার কাপের সেমিফাইনালে আগামী ৪ নভেম্বর ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এফসি। জিতলে ৭ নভেম্বর ফাতোরদায় ফাইনাল। সুপার কাপে নক আউটের প্রস্তুতি নিতে বৃহস্পতিবার আগেভাগে গোয়ায় পৌঁছে গেল ইস্টবেঙ্গল। দুপুরে গোয়া পৌঁছে ফুটবলাররা বিশ্রাম নেন। শুক্রবার বিকেলে আই লিগের দল ডেম্পোর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে অস্কার ব্রুজোর দল। ডেম্পোর ট্রেনিং গ্রাউন্ডেই ম্যাচটি খেলবেন মহম্মদ রশিদ, বিপিন সিংরা। জুনিয়রদের নিয়েই সুপার কাপে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে রুখে দিয়েছিল ডেম্পো। তাই সমীর নায়েকের লড়াকু দলের বিরুদ্ধে মহড়া সেরেই সুপার কাপ সেমিফাইনালের জন্য তৈরি হতে চাইছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। এরপর বাকি পাঁচদিন আরও ভালভাবে পরিকল্পনা করে পাঞ্জাব বধের রণকৌশল সাজাবেন অস্কার।

চোটে বিশ্বকাপে অনিশ্চিত নেইমার

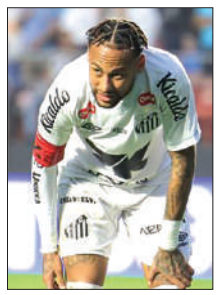

সাও পাওলো, ২৭ নভেম্বর : কোচ কার্লো আনচেলোত্তি ছ'মাস সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু ফের বাঁ হাঁটুতে চোট! ফলে নেইমার দ্য সিলভার বিশ্বকাপ ভাগ্য ঝুলে রইল। গত সপ্তাহে মিরাসলের বিরুদ্ধে চোট পেয়েছিলেন নেইমার। স্যান্টোস ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই বছর আর মাঠে নামতে পারবেন না নেইমার। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর বাঁ হাটুতে অস্ত্রোপচার করাতে হতে পারে।

যদিও সবাইকে চমকে দিয়ে ফের সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন নেইমার। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, অস্ত্রোপচার হলেও, এক মাসের মধ্যেই ফের মাঠে ফিরতে পারেন নেইমার। ব্রাজিলের কোচ আনচেলোত্তি সম্প্রতি জানিয়েছেন, তিনি বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল বেছে নেবেন আগামী বছরের মার্চে। ফলে নেইমারের হাতে কিছুটা হলেও সময় রয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকেন কি না, সেটাই দেখার। প্রসঙ্গত, ব্রাজিলের হয়ে নেইমার শেষবার খেলেছিলেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে।

বাংলার সামনে আজ উর্ভিল-কাঁটা

প্রতিবেদন : প্রথম ম্যাচে বরোদাকে সহজেই হারিয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ প্রতিযোগিতায় অভিযান শুরু করেছে বাংলা। শুক্রবার হায়দরাবাদের উপ্পল স্টেডিয়ামে অভিষেক পোড়েলদের সামনে গুজরাট। যাদের ব্যাটিং অনেকটাই নির্ভরশীল উর্ভিল প্যাটেলের উপর। ডান হাতি মারকুটে ব্যাটার প্রথম ম্যাচেই ৩১ বলে সেঞ্চুরি করেছেন। ব্যাটিং তাণ্ডবে কার্যত একাই দলকে জিতিয়েছেন সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে। বাংলার বিরুদ্ধে উর্ভিলই কাঁটা মহম্মদ শামিদের সামনে।

কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বললেন, উর্ভিল অবশ্যই এই ফরম্যাটে বিপজ্জনক ব্যাটার। পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। কিন্তু ক্রিকেট এক বলের খেলা। এটা টিম গেম। কোনও একজন সবসময় ম্যাচ জেতাতে পারে না। আমাদের দলও শক্তিশালী। প্রথম ম্যাচে সবাই ভাল করেছে। আরও ভাল খেলতে হবে আমাদের। জয়ের ছন্দ ধরে রাখার চেষ্টা করব। বরোদার বিরুদ্ধে বোলিং নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট সন্তুষ্ট নয়। আরও আঁটসাঁট বোলিং চান কোচ, অধিনায়ক। শুরুতে নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে উর্ভিলকে আগে ফেরাতে চান শামিরা। উর্ভিল ও আর্য দেশাইয়ের ওপেনিং জুটিকে থিতু হতে দিতে চায় না বাংলা।

বিদায় ডায়মন্ডের

প্রতিবেদন : সিকিম গভর্নর'স গোল্ড কাপ থেকে ছিটকে গেল ডায়মন্ড হারবার এফসি। বৃহস্পতিবার গ্যাংটকের পালজোর স্টেডিয়ামে সেমিফাইনালে ডায়মন্ডের প্রতিপক্ষ ছিল সার্ভিসেস। ম্যাচের প্রায় পুরো দ্বিতীয়ার্ধটাই দশজনে খেলতে হয় ডায়মন্ড হারবারকে। তাতেও দুর্দান্ত লড়াই করে অজস্র গোলের সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হল দলকে। সার্ভিসেসের কাছে ০-২ গোলে হার ডায়মন্ড হারবারের। গোটা ম্যাচে ছিল ডায়মন্ডের দাপট। কিন্তু দু'টি সুযোগ পেয়ে দু'টিতেই গোল করেছে সার্ভিসেস। বিরতির মিনিট খানেক আগে এগিয়ে যায় তারা। ডায়মন্ড হারবারের ঘুরে দাঁড়ানোর কাজটা কঠিন হয়ে যায় দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অমরনাথ বাস্কে লাল কার্ড দেখায়। ডায়মন্ডের দাবি, অন্যায়ভাবে মার্চিং অর্ডার দেওয়া হয়েছে অমরনাথকে। এরপর দশজনেই দুর্দান্ত লড়াই করে ডায়মন্ড হারবার। অন্তত ছ'টি সহজ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি কলকাতা জায়ান্টরা। নরহরি শ্রেষ্ঠা, গাংতে, আকাশ হেমব্রমরা কার্যত ফাঁকা গোলে বল রাখতে পারেননি। টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়ে হতাশ ডায়মন্ড হারবার শিবির।

বিমানবিভ্রাটে চার ঘণ্টা বিমানবন্দরে অপেক্ষা, ক্ষুব্ধ মহম্মদ সিরাজ

রো-কো নামতেই টিকিটের হাহাকার

রাতে ধোনির বাড়িতে হঠাৎ হাজির বিরাট

অলোক সরকার

ভোর ৩টে থেকে টিকিটের লাইন পড়েছিল রাঁচিতে। কিন্তু অনেকেই মেগা ম্যাচের টিকিট পাননি। যা মনে হচ্ছে তাতে ৪০ হাজার আসনের স্টেডিয়াম পুরোপুরি ভরবে রবিবারের ম্যাচে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাঁচিতে ফোন করে জানা গেল স্থানীয় জনতা একই সঙ্গে উৎসুক ও হতাশ। মহেন্দ্র সিং ধোনির ছোটবেলার অন্যতম কোচ চঞ্চল ভট্টাচার্য বলছিলেন, টিকিট না পেয়ে বহু লোক হতাশ হয়েছে। এমন কয়েকজনকে চিনি যারা কাউন্টারের ৫০ মিটার দূর থেকে ফিরে এসেছে।

সিডনিতে শেষ একদিনের ম্যাচ খেলার পর বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা আর কোনও ম্যাচ খেলেননি। বৃহস্পতিবার দু'জনেই ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের নেটে অনেকক্ষণ ব্যাট করলেন। দুজনকেই যথেষ্ট সাবলীল লেগেছে। দেখে মনে হয়নি তাঁরা এতদিন ম্যাচের বাইরে ছিলেন। এই দুজন ছাড়া প্র্যাকটিসে ছিলেন তিলক ভার্মা ও ঋতুরাজ গায়কোয়াড়।

বিরাট বুধবার রাঁচিতে এসেছেন। বিরসা মুন্ডা এয়ারপোর্টে তাঁকে রিসিভ করতে গিয়েছিলেন ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা। ছিলেন প্রাক্তন সতীর্থ সৌরভ তিওয়ারিও। সৌরভ ২০০৮-এ বিরাটের অনূর্ধ্ব-১৯ দল যখন বিশ্বকাপ জিতেছিল মালয়েশিয়ায়, তখন সেই দলে ছিলেন। পরে ভারতীয় দল ও আরসিবিতে একসঙ্গে খেলেছেন।

রেহিত বিরাটের পরে এলেও দুজনেই এদিন প্র্যাকটিসের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি। দুজনকেই নেট বোলারদের বিরুদ্ধে হাত খুলে মারতে দেখা গিয়েছে। বিরাট একটু উঠে আসা বলের বিরুদ্ধে হুকও মেরেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্ট সিরিজে ০-২ হেরেছে ভারত। সাদা বলের এই সিরিজে ঘুরে দাঁড়াতে বিরাট-রোহিত দুজনকেই ভাল খেলতে হবে। কোচ গম্ভীর আগের দিন বলেছেন, হঠাৎ কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটার সরে যাওয়ায় তার প্রভাব দলের উপর পড়েছিল। একদিনের সিরিজে অবশ্য দুজনেই আছেন, যা দলকে ভরসা দিচ্ছে।

বিরাট ও রোহিত ছাড়া ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে কয়েকজন বৃহস্পতিবার এমএস ধোনির শহরে পৌঁছেছেন। বাকিরা আসবেন শুক্রবার সকালে। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারদের মধ্যে এখানে সবার আগে এসেছেন কুইন্টন ডি'কক। শুক্র ও শনিবার ভারতীয় দলের একসঙ্গে প্র্যাকটিসে নামার কথা। রবিবার ম্যাচ। গুয়াহাটিতে ফাঁকা মাঠে খেলা হয়েছে। কিন্তু দুই মহাতারকা ফেরায় এখানে মাঠে ভাল লোক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এখানকার উইকেটে ভাল রান উঠতে পারে। দুটি দল এ-যাবৎ ৯৪টি একদিনের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে। তাতে ভারত জিতেছে ৫১টি ম্যাচ। দক্ষিণ আফ্রিকা জিতেছে ৪০টি ম্যাচে। তিনটি ম্যাচের ফয়সালা হয়নি।

রাঁচিতে ক্রিকেট মানে নজর থাকে এমএস ধোনির দিকেও। জানা গেল তিনি এখন শহরেই আছেন। আরও জানা গেল, রবিবার মাঠে আসতে পারেন। কিন্তু ধোনি বলেই নিশ্চয়তা নেই। এদিকে, ধোনির ছোটবেলার কোচ কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুক্রবার ছাত্রের বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। সেটা হচ্ছে না। কারণ, ধোনি দু'টি দলকে নাকি বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে দুই মহাতারকার প্রস্তুতি। বৃহস্পতিবার।

ব্যর্থ কোচের পাশেই বোর্ড

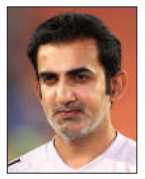

মুম্বই, ২৭ নভেম্বর : টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পরেও গৌতম গম্ভীরের উপর আস্থা রাখছে বিসিসিআই। তবে প্রোটিয়াদের সঙ্গে সাদা বলের সিরিজ শেষ হলেই, কোচের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসবেন বোর্ড কর্তারা। ওই বৈঠকে থাকবেন নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগারকরও। এক বিসিসিআই কর্তার বক্তব্য, এখনই গম্ভীরকে সরানোর কথা বোর্ড ভাবছে না। ও একটা দল তৈরি করছে। ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত গম্ভীরের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে। সাদা বলের সিরিজ শেষ হওয়ার পর, গম্ভীরের সঙ্গে বৈঠকে বসা হবে। সেখানে ওর কাছে জানতে চাওয়া হবে, দলের এই পালাবদলের সময়টাকে ও কীভাবে দেখছে। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ শইকিয়া আবার বলেছেন, বিসিসিআই কোনও সিদ্ধান্তই তাড়াহুড়ো করে নেয় না। কয়েকটা ম্যাচের ফল দেখে কোনও বদল করতে চাই না। যদি সত্যিই বদলের প্রয়োজন হয়, তখন নির্দিষ্ট সময়ের পর নেওয়া হবে। ভারতীয় ক্রিকেট এখন পালাদবলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বকাপ সামনেই। তাছাড়া গম্ভীরের সঙ্গে চুক্তি ২০২৭ সাল পর্যন্ত। তাই এখনই কোনও কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষপাতী নয় বোর্ড। আমাদের পরের টেস্ট সিরিজ বেশ কয়েক মাস পর। তবে লাল বলের ফরম্যাটে উন্নতির জন্য কী কী করণীয়, সেটা নিয়ে আলোচনা হবে।

গম্ভীরের পাশে, শচীনদের মতামত চান গাভাসকর

মুম্বই, ২৭ নভেম্বর : গত ১২ মাসে দু'বার দেশের মাটিতে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজে লজ্জার হার। ঘরের মাঠে শেষ সাতটি টেস্টের মধ্যে পাঁচটিতেই হার ভারতের। লাল বলে ঘরের মাঠে 'অপরাজেয়' তকমা, সাফল্যের দুর্গ ভেঙে ধুলোয় লুটোচ্ছে। ভারতীয় বোর্ডের কাছে বিপর্যয়ের ময়নাতদন্ত চেয়েছেন ব্যাটিং কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। ভবিষ্যৎ দিশার খোঁজে আগের তিন কোচ রবি শাস্ত্রী, অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়ের পাশাপাশি শচীন তেন্ডুলকর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়েরও মতামত, পরামর্শ নেওয়া উচিত বলে মনে করছেন সানি।

একটি সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলে গাভাসকর বলেছেন, টেস্টে কোন দিকগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে সে-সম্পর্কে পুঙ্খানাপুঙ্খভাবে ময়নাতদন্ত করতে হবে। বাইরের মতামতও নিতে হবে। আগের দুই কোচ রবি শাস্ত্রী, রাহুল দ্রাবিড়কে সঙ্গে নিন। অনিল কুম্বলেও রয়েছে। শচীন তেন্ডুলকর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলুন। তাদের সঙ্গে বসে আগামী পাঁচ বছরের একটা পরিকল্পনা করুন। আগামী দিনে ভারতীয় ক্রিকেট কীভাবে এগোবে, টেস্টে কী করা উচিত তা ঠিক করুন।

বিপর্যয়ের জন্য গৌতম গম্ভীরকে সমালোচনার মুখে পড়তে হলেও হেড কোচের পাশে দাঁড়াচ্ছেন সানি। তিনি বলেছেন, গম্ভীর একজন কোচ। একটা দলকে ম্যাচের জন্য প্রস্তুত করতে পারে কোচ। কিন্তু মাঠে খেলতে হয় খেলোয়াড়দের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং এশিয়া কাপ জয়ের জন্য কোচকে যদি কেউ কৃতিত্ব দিতে না চান, তাহলে কেন দলের ব্যর্থতার জন্য তাকে দোষারোপ করতে হবে?

প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ, ক্ষমা চাইলেন পন্থ

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে নিলেন ঋষভ পন্থ। শুভমন গিল চোট পাওয়ার পর, ইডেন টেস্টের প্রায় পুরোটাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পন্থ। গুয়াহাটিতে টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে অভিষেক ঘটেছিল তাঁর। কিন্তু নেতৃত্বের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও কোনও ছাপ ফেলতে পারেননি পন্থ। ২ টেস্টের ৪ ইনিংসে মাত্র ৪৫ রান করেছেন। গড় ১২.২৫! গুয়াহাটিতে তো ৪০৮ রানে হারতে হয়েছে। যা টেস্টে ভারতের সবথেকে বড় ব্যবধানে হারের রেকর্ড।

বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে পন্থ লিখেছেন, গত দু'সপ্তাহে আমরা ভাল খেলতে পারিনি। এটা স্বীকার করতে কোনও লজ্জা নেই। দল হিসাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমরা সব সময় সর্বোচ্চ স্তরের

পারফরম্যান্স করতে চাই। আমাদের লক্ষ্য থাকে, কোটি কোটি ভারতীয়র মুখে হাসি ফোটানো। দুঃখিত, এবার আমরা সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু স্পোর্টস আপনাকে সব সময় শিখতে, মানিয়ে নিতে এবং বেড়ে উঠতে শেখায়। পন্থ নিজের বার্তায় আরও লিখেছেন, ভারতের হয়ে খেলা আমাদের জীবনের সবথেকে বড় সম্মান। আমরা প্রত্যেকে জানি, এই দল কী করতে পারে। আমরা আরও কঠোর পরিশ্রম করব। পুনর্গঠিত হব। আরও বেশি করে মনোনিবেশ করব। দল হিসাবে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসব। আপনাদের সমর্থন ও ভাসবাসার জন্য ধন্যবাদ।